# ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন
# বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা

## ১.০ সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচিতি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর এদেশে মহাজেরদের অব্যাহত গতিতে আগমন ঘটতে থাকে। ফলে ঢাকাতে বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ঢাকার গোপীবাগ এবং মোহাম্মদপুরে এ কার্যক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়। সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর  হিসেবে ‘সমাজসেবা অধিদপ্তর ’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুঃস্থ, বিপন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ নিরলস ভাবে করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের কাজ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর অংশকে মূলধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে রয়েছে ১,০৩২ টি কার্যালয়। ৫২ টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নানাবিধ সেবার বৈচিত্র্য।

## ১.১ ভিশন

সামাজিক কল্যাণ, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন।

## ১.২ মিশন

উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক মঙ্গল সাধন।

# বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়

সমাজসেবা অধিদফতরের ক্রমবর্ধমান কর্মসূচির বৃদ্বি এবং বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় পর্যায় বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । সে প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় ০৫ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ ০৫.০০.০০০০.১৫৮.০৩৩.১৬-৬১ সম্মতিপত্র ,অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ২৭ আগষ্ঠ তারিখের নং ০৭.০০.০০০০.১৬১.৪১.০১৬-১৬৭ সংখ্যক সম্মতি পত্র ,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের নং ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৩.১৭-৪৮৩ সংখ্যক সুপারিশে পত্র অনুযায়ী সরকার ৯ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখ গেজেটে বিজ্ঞপ্তী মাধ্যমে দেশের ৮ বিভাগে  বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় নামে নতুন কার্যালয় স্থাপন করেন  ।

সমাজসেবা অধিদফতরের ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন সহ ১১ ক্যাটাগরিতে ১১৬ টি পদ বছর বছর সংরক্ষন ভিত্তিতে রাজস্বখাতে পদ সৃজন হয় ।  ঢাকা বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় তার আওতাধীন জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যালয় সহ সর্বমোট ২৩৮টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান এ বিভাগের আওতায় জনবলের সংখ্যা ২৫৬৭ টি বিদ্যামন ।

# প্রশাসন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা

## ২.০ প্রশাসন ও অর্থ উইং এর কার্যক্রম

## ২.১ বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা প্রশাসনিক ইউনিট

| ক্রম | প্রশাসনিক ইউনিটের নাম | সংখ্যা | ক্রম | প্রশাসনিক ইউনিটের নাম | সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় | ১ | ১১ | সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র | ৫ |
| ২ | জেলা সমাজসেবা কার্যালয় | ১৩ | ১২ | সামাজিক প্রতিবন্ধী পূনর্বাসন কেন্দ্র | ১ |
| ৩ | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় | ৯০ | ১৩ | ছোটমনি নিবাস | ১ |
| ৪ | শহর সমাজসেবা কার্যালয় | ২১ | ১৪ | সেফ হোম | ১ |
| ৫ | প্রবেশন কার্যালয় | ১৪ | ১৫ | সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় | ১ |
| ৬ | হাসপাতাল সমাজসেবা কার্য়ালয় | ৪৬ | ১৬ | দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র | ১ |
| ৭ | সরকারী শিশু পরিবার | ১৮ | ১৭ | শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষন ও পূনর্বাসন কেন্দ্র | ২ |
| ৮ | সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম | ১৩ | ১৮ | দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র | ২ |
| ৯ | পিএইচটি সেন্টার | ১ | ১৯ | এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র(সংখ্যা | ১ |
| ১০ | শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র | ২ | | | |

## ২.২ বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা জনবল পরিস্থিতি :

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের নাম | অনুমোদিত জনবল | | | | | কর্মরত জনবল | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| **বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়** | **২৪৭** | **১৩৪** | **১৩৫৬** | **৮৪৯** | | **২৩৮** | **৯৬** | **৯৫১** | **৫৮৪** | |

| শূন্য পদের বিবরণ | | | | | সর্বমোট জনবল | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **১ম শ্রেণি** | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| **৯** | **৩৮** | **৪০৫** | **২৬৫** | | **২৫৬৭** | **১৮৫৬** | **৭১১** |

## ২.৬ অডিট

| কার্যালয় নাম | অর্থ বছর | অডিট আপত্তি | | | প্রেরিত ব্রডশিট জবাব | নিস্পত্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সাধারন | অগ্রিম | মোট | | |
| সর্বমোট | **জুন/২০২২ পর্যন্ত** | **৬৪** | **২০** | **৮৪** | **৩৭** | **৭** |

আগামী বছরে ১০টি দ্বিপক্ষীয় ও ৫টি ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের পরিকল্পনা রয়েছে

# দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

# ৩.০ দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

## ৩.১. পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ/দারিদ্র্য বিমোচনের সূতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস।

পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে তাঁদের সম্পৃক্ত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিস্কাশন, শিশু শিক্ষা, অসহায় ও এতিমদের সহায়তা প্রদান করা, পরিবার পরিকল্পনা ও সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এসব সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে আরএসএস কর্মসূচীভুক্ত পরিবারের সদস্যরাও সম্পৃক্ত রয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' যাত্রা শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্ব (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, ৩য় পর্ব (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, ৪র্থ পর্ব (১৯৯২-৯৫) ৮১ টি উপজেলা, ৫ম পর্ব (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপজেলা এবং ৬ষ্ঠ পর্ব (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপজেলায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছর হতে **সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম** খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

**ঢাকা বিভাগে ১৩ টি জেলার প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।**

**এক নজরে ঢাকা বিভাগের প্রতিবেদন**

- সদর দপ্তর হতে সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ১০৩ কোটি ৬ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ : ১০৯ কোটি ৯৬ লক্ষ ছিয়াশি হাজার টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থের পরিমাণ : ১০৫ কোটি ৮২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের পরিমাণ : ৯০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের হার : ৮৮.৭২%
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১৯৯ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় : ১৮৩ কোটি ১ লক্ষ ১২ হাজার
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগের অর্থ আদায়ের হার : ৮৭.৫২%
- শুরু হতে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা : ২৬৯৪৯৪।

## ২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনজরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

| খাতের নাম | প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সংখ্যা | ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য | | | | ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বিনিয়োগকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা) | আদায়যোগ্য (লক্ষ টাকা) | আদায়কৃত (লক্ষ টাকা) | আদায়ের হার | পুনবিনিয়োগ (ক্রমপঞ্জিত) (লক্ষ টাকা) | আদায়যোগ্য (লক্ষ টাকা) | আদায়কৃত | আদায়ের হার |
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| আর এস এস | ৫০২৪ | ৩১৫৯.৩০ | ৩৪১২.১৫ | ৩১২৮.৬৭ | ৯১.৬৯% | ১২১১৮.২৬ | ১৩০৭৭.০৬ | ১২২২৩.২৭ | ৯৩.৪৭% |
| ক্ষুদ্রঋন তহবিল | ৩০৯৬ | ৭৪২২.৭৭ | ৬৯১৩.৬৬ | ৫৯২৯.৩৯ | ৮৫.৭৬% | ৭৭৯৬.২৩ | ৭৪৫১.৩২ | ৬০৭৭.৮৫ | ৮১.৫৭% |

| বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (জন) | জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক (জন) | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক (জন) | সবজি চাষ ও বৃক্ষ রোপন বিষয়ক (জন) | সামাজিক বনায়ন (টি) |
|---|---|---|---|---|
| ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ৯৪৪১১ | ৬৪০৬৪ | ২৯৪৬১৯ | ৩৫৩১১৯ | ১৯৫৪৫০ |

## ৩.২. শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) :

শহর এলাকার উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম । সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরসহ সর্বমোট ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

**রূপকল্প** (Vision): শহর এলাকার নিম্ন আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ।

**অভিলক্ষ্য** (Mission): সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন।

**লক্ষ্য** (Goals) :

(১) স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকান্ডের সমন্বয় এবং নিবন্ধনে সহায়তাকরণ;

(২) বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজসেবামূলক উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ;

(৩) পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ সুদৃঢ়করণ;

(৪) কর্মদল গঠনের মাধ্যমে সংগঠিতকরণ;

(৫) দলীয় সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয় সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল গঠন;

(৬) মা ও শিশুর যত্ন; প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা; আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা; নিরাপদ পানি ব্যবহার; স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার; স্বাক্ষরতা; পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা, নারী ও শিশু নির্যাতন-পাচার, ইভ-টিজিং ও এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধ; তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ; শিশুশ্রম রোধ; ধূমপান ও মাদকসেবন নিরুৎসাহিতকরণ; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা, সুখী পরিবার গঠন ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

(৭) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি-বৃত্তিমূলক ও উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৮) মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা;

(৯) শহর এলাকার ভিক্ষুক এবং হিজড়া এই দুই শ্রেণির জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন;

(১০) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন;

(১১) সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বার্থে অধিদপ্তর ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে দেশী ও বিদেশী দাতা সংস্থার সহায়তায় MoU ভিত্তিতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(১২) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন।

**ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা:**

লক্ষ্যভুক্ত পরিবার : আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার নির্বাচন করে পরিবারগুলোকে ৩ (তিন) টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

(ক) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ০-২,০০,০০০ টাকা -'ক' শ্রেণি (দরিদ্রতম)

(খ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ২,০০,০০১-৩ ,০০,০০০ টাকা -'খ' শ্রেণি (দরিদ্র)

(গ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ৩ ,০০,০০১ টাকা-তদুর্ধ্ব-'গ' শ্রেণি (সচ্ছল)।

'ক' ও 'খ' শ্রেণির পরিবার এ কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঋণসীমা : জন প্রতি ১০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা।

ঋণ পরিশোধের সময়সীমা : ১০% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০টি কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধযোগ্য।

## ঢাকা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনজরে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

| খাতের নাম | প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সংখ্যা | ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য | | | | ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বিনিয়োগকৃত অর্থ | আদায়যোগ্য (লক্ষ | আদায়কৃত (লক্ষ টাকা) | আদায়ের হার | পুনবিনিয়োগ (ক্রমপঞ্জিত) | আদায়যোগ্য (লক্ষ টাকা) | আদায়কৃত | আদায়ের হার |

| | | (লক্ষ টাকা) | টাকা) | | | (লক্ষ টাকা) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| **শহর সমাজসেবা** | **৫১৭** | **১৫৩৮.১৮** | **১৩৫৬.৬৬** | **১১৫৯.০১** | **৮৫.৪৩%** | **২২১৪.০৭** | **২৫৪৪.১০** | **২৩৩৩.৩৮** | **৯১.৭২%** |

## শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর প্রতিবেদন

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে তরুণদের উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে উপযুক্ত পেশায় নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ; এবং তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দেশব্যাপী ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নিজস্ব কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ২০ টি ট্রেডের অনুমোদন দিয়েছে এবং আরও নতুন ট্রেড অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

## বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডসমূহ

| ক্রম | ট্রেড কোড | ট্রেডের নাম |
|---|---|---|
| **১.** | ৭৬ | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন |
| **২.** | ১৭ | ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং |
| **৩.** | ৭৭ | হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং |
| **৪.** | ২৭ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং |
| **৫.** | ২৯ | ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং |
| **৬.** | ৪৩ | সার্টিফিকেট ইন বিউটিফিকেশন |
| **৭.** | ৩৫ | মোবাইল ফোন সার্ভিসিং |
| **৮.** | ৯৭ | প্রফিসিয়েন্সী ইন ইংলিশ কমিউনিকেশন |
| **৯.** | ৮১ | গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া |
| **১০.** | ৯৬ | ব্লক বাটিক এন্ড প্রিন্টিং |

| | | |
|---|---|---|
| **১১.** | ৭৯ | ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং |
| **১২.** | ০২ | ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট |
| **১৩.** | ২৬ | রেডিও এন্ড টেলিভিশন সার্ভিসিং |
| **১৪.** | ৬৪ | বাশঁ, বেত ও পাটিশিল্প |
| **১৫.** | ৯৫ | জেনারেল ইলেকট্রনিক্স |
| **১৬.** | ৬৮ | ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিক্স |
| **১৭.** | ৯১ | ট্রাভেল ট্যুরিজম এন্ড টিকেটিং |
| **১৮.** | ০৪ | এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স |
| **১৯.** | ৪৮ | আমিনশীপ |
| **২০.** | ৬০ | হর্টি কালচার নার্সারী |

**প্রশিক্ষণের মেয়াদ:**

৩(তিন) মাস / ৬(ছয়) মাস মেয়াদী ৩৬০ ঘন্টার ব্যাসিক ট্রেড কোর্স (বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বাকাশিবো) কর্তৃক অনুমোদিত)

**প্রশিক্ষণার্থীর যোগ্যতা :**

(১) প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্য ১৪ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক (নারী/পুরুষ/হিজড়া) প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে, সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

(২) সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত সরকারি কর্মচারী এবং প্রকল্প বা কর্মসূচির সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে;

(৩) প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষণার্থীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে, যথা:

**(ক)** ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন, হর্টিকালচার ও ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং ট্রেড'এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ৫ম শ্রেণি বা পিইসি বা সমমান উত্তীর্ণ।

**(খ)** অন্যান্য সকল ট্রেড'এর প্রশিক্ষণার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি বা সমমান উত্তীর্ণ।

**শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন ঢাকাবিভাগের আওতাধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:**

| জেলা | কার্যালয়ের নাম | প্রশিক্ষন কর্মসূচি(৩০/৬/২০২২ পর্যন্ত) | |
|---|---|---|---|
| | | ট্রেডের নাম | প্রশিক্ষানার্থীর সংখ্যা |
| ঢাকা | শহর সমাজসেবা কার্যালয়, | কম্পিউটার, সেলাই,বিউটিফিকেশন | ১৩১৯২ |
| ফরিদপুর | শহর সমাজসেবা | কম্পিউটার,সেলাই,বিউটি শিয়ান | ৩৭৩১ |
| নরসিংদী | শহর সমাজসেবা কার্যালয়, নরসিংদী | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ৩৬০৯ |
| টাঙ্গাইল | শহর সমাজসেবা কার্যালয়,টাঙ্গাইল | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ৮৮ |
| কিশোরগঞ্জ | শহর সমাজসেবা কার্যালয় | কম্পিউটার অফিস এপ্লিকেশন,গ্রাফিকস ডিজাইন,আমিনশীপ,ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং | ৫১২ |
| রাজবাড়ী | শহর সমাজসেবা কার্যালয় | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ৩২৬৭ |
| নারায়ণগঞ্জ | শহর সমাজসেবা কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ | ১। অফিস অ্যাপলিকেশন<br>২। গ্রাফিক্স ডিজাইন<br>৩। হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলসুটিং | ১২৬৩ |
| মাদারীপুর | মাদারীপুর | কম্পিউটার,টেলারিং | ৫৬১ |
| শরীয়তপুর | শহর সমাজসেবা কার্যালয় | কম্পিউটার | ৩৭৯ |
| গোপালগঞ্জ | শহর সমাজসেবা কার্যালয়, গোপালগঞ্জ | কম্পিউটার,সেলাই,আমিনশীপ | ৫৮৭২ |
| গাজীপুর | জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, গাজীপুর। | কম্পিউটার,দর্জি বিজ্ঞান ও সেলাই প্রশিক্ষণ | ২৮৭৮ |
| মানিকগঞ্জ | দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন কোস | ৫০১৬ |
| মুন্সিগঞ্জ | দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন কোস | ৪৯৬ |
| সর্বমোট | | | ৪০৮৬৪ |

## ৩.৩ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দগ্ধ ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, জরিপের মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সংখ্যা নিরূপন, দক্ষতা ভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের ৪৯২ টি উপজেলা ও ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়সহ মোট ৫৭২টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাঠপর্যায়ে পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত (যে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে জন প্রতি ৫,০০০/- টাকা হতে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ২ মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৯ সদস্যের 'জাতীয় পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি', জেলা পর্যায়ে ১৩ সদস্যের 'জেলা পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি' উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের 'উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি' এবং শহর ও মহানগর এলাকায় শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

**ঢাকা বিভাগে ১৩ টি জেলার প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।**

**এক নজরে ঢাকা বিভাগের প্রতিবেদন**

## দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এর অগ্রগতি চিত্র

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ১৬ কোটি ৫৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬০০ টাকা।
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বরাদ্দকৃত তহবিল : ১৭ কোটি ১ লক্ষ ৩ হাজার ৯৯৭ টাকা।
- বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১৭ কোটি ৩২ হাজার ৭৩৬ টাকা।
- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ : ১৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা।
- আদায়ের হার : ৮২.১২%।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ৩২.৩৩ কোটি ০১ লক্ষ ১৩ হাজার ১৪৭ টাকা।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত ঋণের আদায়ের হার : ৮২.৬৬%।
- শুরু হতে মোট উপকারভোগী : সর্বমোট ১৭৭৬৯ জন।

**ঢাকা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনজরে দগ্ধ প্রতিবন্ধীদের কার্যক্রমের তথ্য**

| খাতের নাম | প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সংখ্যা | ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য | | | | ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বিনিয়োগকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা) | আদায়যোগ্য (লক্ষ টাকা) | আদায়কৃত (লক্ষ টাকা) | আদায়ের হার | পুনবিনিয়োগ (ক্রমপঞ্জিত) (লক্ষ টাকা) | আদায়যোগ্য (লক্ষ টাকা) | আদায়কৃত | আদায়ের হার |
| | | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| দগ্ধ প্রতিবন্ধী | | ১৭০০.৩২ | ১৮০১.৭৫ | ১৪৭৯.৫৭ | ৮২.১২% | ৩২৩৩.২২ | ৩৭২৬.১২ | ৩০৭৯.৫০ | ৮২.৬৫% |

## ৩.৪. **পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম**

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, যাদের অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী এবং অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত। পল্লী এলাকার এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ১৯ জেলার ১৯ টি থানায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' (Rural Mother Center -RMC) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত নারীদের সংগঠিত করে পরিবারভিত্তিক দারিদ্রতা বিমোচন, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন। পাশাপাশি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সংগঠিত নারীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন। বিভিন্ন মেয়াদে ৬টি পর্বে (১৯৭৫ সন হতে ২০০৪ সন) পর্যন্ত এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ৩১৪ টি উপজেলাসহ ৩১৮ ইউনিটে বাস্তবায়িত হয়েছে । গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১৭৮ উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৬৪ জেলার সকল উপজেলায় পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

**ঢাকা বিভাগের পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম এর চিত্র**

| | | |
|---|---|---|
| ●সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ (ঘূর্ণায়মান) কর্মসূচির প্রাপ্ত তহবিল | : | ১৭ কোটি ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭০০ টাকা। |
| ●বিনিয়োগকৃত তহবিল | : | ১৫ কোটি ১৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা। |
| ●আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (মূল) | : | ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। |
| ●পুন:বিনিয়োগকৃত অর্থ | | ২৯ কোটি |
| ●আদায়কৃত অর্থ | | ২৭ কোট ২৮ লক্ষ |
| ●শুরু হতে গঠিত সর্বমোট মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা | : | |
| ●শুরু হতে ঋণপ্রাপ্ত পরিবারের মোট সংখ্যা | : | ৪৩৩৭৫ জন |
| ●তহবিল আদায়ের হার | : | মূল বিনিয়োগ ৯৪.৪০% |
| | : | পুনঃবিনিয়োগ ৮৯.৩১% |

**২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনজরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য**

| খাতের নাম | প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সংখ্যা | ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য | | | | ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | বিনিয়োগকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা) | আদায়যোগ্য (লক্ষ টাকা) | আদায়কৃত (লক্ষ টাকা) | আদায়ের হার | পুনবিনিয়োগ (ক্রমপঞ্জিত) (লক্ষ টাকা) | আদায়যোগ্য (লক্ষ টাকা) | আদায়কৃত | আদায়ের হার |
| | | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| আর এম সি | ২৩৪৪ | ১৫১৬.৩৫ | ১৪৩৮.৮৮ | ১৩৫৮.৮৩ | ৯৪.৪০% | ২৯০০.১৪ | ৩০৫৪.৮৫ | ২৭২৮.৩০ | ৮৯.৩১% |

| বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (জন) | জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক (জন) | শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক (জন) | সবজি চাষ ও বৃক্ষ রোপন বিষয়ক (জন) | সামাজিক বনায়ন (টি) |
|---|---|---|---|---|
| **১০** | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| **২৬৪১০** | ৪৮৮৫৫ | ৮৭৬৭৮ | ১১১১৮০ | ২৮৫০ |

## ৩.৫ আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পল্লীঅঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারকে পুনর্বাসনকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
দেশের ৫৭ টি জেলার অন্তর্গত ১৮১ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাসত্মবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়ন প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭৮টি। প্রকল্পের লক্ষভুক্ত ব্যক্তি/ পরিবার প্রতি ২০০০/- হতে ১৫০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। গৃহীত ঋণের ৮% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধযোগ্য।

## ঢাকা বিভাগের আশ্রয়ণ প্রকল্প কার্যক্রম এর চিত্র

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা।
- বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ৮৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৪২০ টাকা।
- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ : ৮২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২০০ টাকা।
- আদায়ের হার : ৮৭.২৭%।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার ২৮৪ টাকা।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত আদায়কৃত অর্থের : ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৮৯ টাকা।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত ঋণের আদায়ের হার : ৮২.৭০%।
- শুরু হতে মোট উপকারভোগী : সর্বমোট ১৮৮৪ জন

### ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগের একনজরে আশ্রয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য

| মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা) | ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ (কোটি টাকা) | আদায়ের হার | পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১.১১ | ০.৮৭৪ | ৮৭.২৭% | ১.৪৫ |

| ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা (জন) | বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (জন) | ব্যারাক সংখ্যা | সমিতির সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১৮৮৪ | ৮২৯৬ | ৯৬৫ | ৩৩৭৭ | - |

## ৩.৬। সপ্তাহব্যাপি ক্ষুদ্রঋন জাগরনি সপ্তাহ ২০২১

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়িত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রবর্তিত ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রমের গতিশীল আনয়ন ও কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মুজিব শতবর্ষে উপলক্ষ্যে ১৪-২১ ডিসেম্বর ২০২১ সপ্তাহব্যাপি ক্ষুদ্রঋন জাগরনী সপ্তাহ উদযাপন করা হয় ।জাগরনি সপ্তাহের মধ্যে মাঠ পর্যায় প্রতিটি কার্যালয় কর্তৃক অবিনিয়োগকৃত অর্থ বিনিয়োগ,পূনঃবিনিয়োগ ও অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষে মাত্রা নির্ধারন করা হয় । লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ প্রনয়ন করা হয় । সদর দপ্তর, বিভাগ,জেলা ও উপজেলা কার্যালয় সমন্বয় মাধ্যমে তাহা যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয় ।

**ঢাকা বিভাগের ১৪-২১ ডিসেম্বর ২০২১ সপ্তাহব্যাপি ক্ষুদ্রঋন জাগরনি সপ্তাহ প্রতিবেদন**

| ক্র.ম | বিভাগ | মোট বিনিয়োগ | | পূণঃবিনিয়োগ | | মোট অনাদায়ী অর্থ আদায় | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা) | বাস্তবায়ন (কোটি টাকা) | লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা) | বাস্তবায়ন (কোটি টাকা) | লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা) | বাস্তবায়ন (কোটি টাকা) | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | ঢাকা | ১৪.১৯৭ | ৯.৮৪০ | ১৯.১৩৩ | ৯.৩৯২ | ১৭.০৪৭ | ৭.১১৮ | |

# সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

## ৪.০ সামাজিক নিরাপত্তা উইং এর কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্রের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনাই হচ্ছে এসকল কর্মসূচি মূল লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

১.বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; ২. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম; ৩.অসচছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ; ৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম; ৫. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৬. বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৭. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৮. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি; ৯. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি; ১০.ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড,জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি; ১১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ১২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি। কর্মসূচিসমূহের তথ্য পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেয়া হলো :

## ৪.১ বয়স্কভাতা

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দু:স্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৪ লক্ষ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

ঢাকা বিভাগের বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ(কোটি) | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **বয়স্কভাতা কাযর্ক্রম** | ২০২১-২২ | ১০৫৩৮৪৫ | **৬৩২.৩০** | ৫০০ টাকা |

বয়স্কভাতা বিতরণ

## ৪.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন

মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের জন্য সরকার পুনরায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। প্রায় প্রতিবছর এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

ঢাকা বিভাগের বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য :

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি) | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম** | ২০২১-২২ | ৩৪৬৯২৭ | **২০৮.১৫** | ৫০০/- |

বিধবা ভাতা বিতরণ

## ৪.৩ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে ২০১৩ সালে ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩’ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। কার্যক্রমের শুরুতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়।

ঢাকা বিভাগের অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি) | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম** | ২০২১-২২ | ৩৮৭৫২৫ | ৩৪৮.৭৭ | ৭৫০/- |

## ৪.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শুরুতে ১২ হাজার ২০৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ (কোটি) | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি** | ২০২১-২২ | ১৫০৫৬ | ১৩.৫৫ | প্রাথমিক স্তর ৭০০/-<br>মাধ্যমিক স্তর ৮০০/-<br>উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৯০০/-<br>উচ্চতর স্তর ১৩০০/- |

## ৪.৫ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি :

হিজড়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।

**কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত পটভূমি :**

২০১২-১৩ অর্থবছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। বর্তমানে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

**ঢাকা বিভাগের হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ :**

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি** | ২০২১-২২ | ৮১ জন | ৮.৮২ | প্রাথমিক স্তর ৭০০/-<br>মাধ্যমিক স্তর ৮০০/-<br>উচ্চমাধ্যমিকস্তর ১,০০০/-<br>উচ্চতর স্তর ১,২০০/- |

২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা :

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ) | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম** | ২০২১-২২ | ৫২০ জন | ৩৭.৪৪ | ৬০০/- |

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্নেহ সান্নিধ্যে জনৈক হিজড়া**

৩। ৫০ দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য  বিউটি ফিকেশন, ড্রাইভিং, , কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬৭৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৪। প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

## ৪.৬ বেদে  জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের **লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে** বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি দুটি পৃথক হয়ে বেদে জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে চালু হয়।

বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম :

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ(লক্ষ) | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম** | ২০২১-২২ | ১৭১২ জন | ১০২.৭২ | ৫০০/- |

বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি **কার্যক্রম :**

| ক্রম | কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃতঅর্ (লক্ষ) | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১. | বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি | ২০২১-২২ | ১১৬৩ জন | ১০৯.৯২ | প্রাথমিক স্তর ৭০০/-<br>মাধ্যমিক স্তর ৮০০/-<br>উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ১০০০/-<br>উচ্চতর স্তর ১২০০/- |

৩। ৫০ দিনে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম বেদে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য  বিউটি ফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল মেরামত, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

৪। প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

## ৪.৭ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি শুরু হয়।

**অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম :**

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম** | ২০২০-২১ | ৮২৭৩ জন | ৪৯৬.৩৮(লক্ষ) | ৫০০/- |

**অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম :**

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | ভাতাভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দকৃত অর্থ | মাসিক ভাতার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| **অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি** | ২০২১-২২ | ৪১৮৩ জন | ৪০৭.১৩(লক্ষ) | প্রাথমিক স্তর ৭০০/-<br>মাধ্যমিক স্তর ৮০০/-<br>উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ১,০০০/-<br>উচ্চতর স্তর ১,২০০/- |

**অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি**

৩। ৫০ দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য বিউটি ফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল মেরামত, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১০৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।

৪। প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

## ৪.৮ **প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি**

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে বদ্ধপরিকর। 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না' এই মূলমন্ত্র নিয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। সারা বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ৫৭০ টি ইউনিটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডাটা এন্ট্রি করা হয়।
- ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথে¨র আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষে¨ Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েববেজড সফটওয়¨vরের মাধ¨মে তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে।
- www.dis.gov.bd এই সাইট' এ প্রতিবন্ধিতা ফর্ম ট্যাব' এ গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর কিংবা জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর দিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ডাক্তারের যাচাই সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হবার সুযোগ আছে ।
- ডাটা এন্ট্রি শেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয় এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাঁদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে ।
- ঢাকা বিভাগে ৩০/৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৪৭৪ টি ডাটা এন্ট্রি হয়েছে।

বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ডাটাবেজ এ অর্ন্তভূক্ত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা কার্যক্রমের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

**প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরন জরিপ কর্মসূচির আওতায় ঢাকা বিভাগের জেলাওয়ারী ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধীর সংখ্যা (৩০/৬/২০২২ পর্যন্ত)**

| জেলা | অটিজম | শারীরিক প্রতিবন্ধিতা | দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতা জনিত প্রতিবন্ধিতা | দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা | বাক প্রতিবন্ধিতা | বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা | শ্রবন প্রতিবন্ধিতা | শ্রবনদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা | সেরিব্রাল পালসি | ডাউন সিনড্রম | বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| ঢাকা | ৪৮৬০ | ৩১১৬২ | ২৩৩৪ | ৮৬৫০ | ৩৬৩৫ | ৭০৬৫ | ২৩০৭ | ২৯৪ | ৩৮৫৬ | ৪৮৪ | ১৪০৬০ | ৩০৯ | ৭৯০১৬ |
| ফরিদপুর | ১৩৭৯ | ১৯৫১৭ | ১২৮৭ | ৫৮৬৪ | ২৯২২ | ২৭৩১ | ১৬৩৫ | ১৫২ | ১৩৪৩ | ৩৬ | ২৬০১ | ২৭১ | ৩৯৭৩৮ |
| নরসিংদী | ১৩৫৩ | ২২১৯৯ | ১৪৯৯ | ৭০৮৫ | ৩৩০০ | ২৯২৪ | ১৮৭৭ | ২৫৪ | ১১১০ | ১৪২ | ৫১২৮.০০ | ০ | ৪৬৮৭১ |
| মানিকগঞ্জ | ৬৭৫ | ১৯৫ | ১০০ | ১০২০ | ২৩৩ | ৩৬৬ | ১৭৫ | ১১১ | ৭৫ | ৫০ | ৩২২ | ৫০ | ৩০০০ |
| নারায়ণগঞ্জ | ৬৮৩ | ১১৩৭৩ | ৮৪৪ | ২৭০০ | ১৮২১ | ২২১৪ | ৩৯০ | ৮৫ | ১৩৫১ | ৫২ | ৩৩৬৩ | ৩০২ | ২৫১৭৮ |
| টাঙ্গাইল | ১১৩৮ | ৪৭৮৬ | ১৭৮ | ১০৪৮ | ১১৯০ | ১২৮৯ | ২৭৪ | ৩৮ | ১০৩০ | ৫০ | ১৬০৬.০০ | ১০৬ | ১২৭৩৩ |
| কিশোরগঞ্জ | ১৩৯৭ | ২৬৪৭১ | ২২৩৩ | ৮৯৫৪ | ৩৫৩৫ | ৩৫৮৪ | ১৯৯৩ | ১৬০ | ১৬৬৩ | ৬১ | ৫৪০২ | ২৭২ | ৫৫৯২৫ |
| রাজবাড়ী | ৪৯৬ | ১১৭৭৬ | ১১৮৫ | ৩৫৮৭ | ১২৭৮ | ১৪৪৮ | ৫৯৪ | ৬৯ | ১২০৪ | ২৫ | ১৫৬৩.০০ | ২৯৭ | ২৩৫২২ |
| মাদারীপুর | ৬৮৭ | ১১০৬৫ | ৮২৫ | ৩১২৯ | ১৭৬৩ | ১৭২৪ | ৮৬২ | ৮৮ | ৫৫৩ | ১০ | ২১১৪ | ১৯৩ | ২২৯৯৯ |
| শরীয়তপুর | ৮৮২ | ৮৪৮৮ | ৬০৫ | ২৩৬৪ | ১৫৬০ | ১৪৪৬ | ৬৪৯ | ১১৭ | ৩৬২ | ১১ | ২০৭৯ | ১০৩ | ১৮৬৬৬ |
| গোপালগঞ্জ | ১৫৮৬ | ১৬১৮৫ | ১১২৫ | ৫৪৩০ | ১৯৭৪ | ১৫২২ | ২৫৯৬ | ৫১৪ | ৬৭৬ | ৪৭ | ২২২৩ | ১২৩ | ৩৪০০১ |
| গাজীপুর | ৭৭৯ | ১৪৭৬২ | ৮৫০ | ৪১৩৮ | ২০৭০ | ২৮৯৫ | ১১৯৯ | ১৩৮ | ১৮৫৬ | ৪৬৬৪ | ৭৫০০ | ২২৮ | ৩৩৬৫৪ |
| মুন্সিগঞ্জ | **২৯৬** | **৬৩৫৫** | **৪৭৫** | **১৭৬৬** | **১৩১৯** | **১৪৪৮** | **৬৫৭** | **৭৬** | **৬১৬** | **২৪** | **১৯৯৪** | ১৪৫ | ১৫১৭১ |
| **সর্বমোট** | **১৬২১১** | **১৮৪৩৩৪** | **১৩৫৪০** | **৫৫৭৩৫** | **২৬৬০০** | **৩০৬৫৬** | **১৫২০৮** | **২০৯৬** | **১৫৬৯৫** | **৫৬৫৬** | **৪৯৯৫৫** | **২৩৯৯** | **৪১০৪৭৪** |

## ৪.৯ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

দেশে দারিদ্র নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ''ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান'' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহে ২০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৫২ জন পেশাদার ভিক্ষুককে আটক করা হয়। আটককৃতদের সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে বিভিন্ন মেয়াদে আটক রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুনর্বাসন করা হয়।

**ঢাকা বিভাগের এক নজরে তথ্য**

২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে ১ কোটি ১৮ লাখ ৩৬ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা বিভাগের ১৩ জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনের নিমিত্তে ৪২৯ জন বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত আধুনিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে মোবাইল কোর্ট

## ৪.১০ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম' এর মাধ্যমে দু:স্থ ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমগ্র বাংলাদেশে ৯৪ টি হাসপাতালে এবং ৪৯২ টি উপজেলায় বর্তমানে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ক্যান্সার, কিডনি ,লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তার জন্য কোন কার্যক্রম ২০১৩-১৪ অর্থবছরের পূর্বে ছিল না। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটির বেশি লোক কোনো না কোনো কিডনি রোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে নারীর সংখ্যাই ১ কোটির উপরে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যয়বহুল চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। অর্থের অভাবে এসকল রোগে আক্রান্ত রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। তেমনি তার পরিবার ব্যয়ভার বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ইতোপূর্বে ২০০৯-১০, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গরীব রোগীদের কল্যাণে পরিচালিত বর্ণিত প্রকল্প সকল পর্যায়ে প্রসংশিত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের সফলতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ কার্যক্রমকে স্থায়ী কর্মসূচিতে রূপদান করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ২৯ অক্টোবর ২০১৯ ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির নতুন বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয় এবং গেজেট প্রকাশিত হয়।

**এক নজরে ঢাকা বিভাগের ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি**

| কর্মসূচির নাম | অর্থবছর | রোগীর সংখ্যা | বিতরনকৃত অর্থ | জনপ্রতি পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি | ২০২১-২২ | ৫২৫৬ জন | ২৬.২৮ কোটি | ৫০,০০০/- |
| **মোট=** | | **৫২৫৬** | **২৬.২৮ কোটি** | |

## ৪.১১ বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. প্রকল্পের নাম | : | বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প | | | | |
| ২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় | | | | |
| ৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা | : | সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা | | | | |
| ৪. বাস্তবায়নকাল | : | মেয়াদকাল | অনুমোদনের তারিখ | মূল মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি | সর্বশেষ অনুমোদিত মেয়াদের তুলনায় বৃদ্ধি | |
| ৪.১. মূল অনুমোদিত মেয়াদ | : | জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২০ | ১৯/১০/২০১৭ | - | - | |
| ৪.২. ১ম সংশোধিত মেয়াদ | : | জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২ | ১১/০৬/২০১৯ | ২ (দুই) বছর | - | |
| ৫. অনুমোদিত ব্যয় | : | মোটব্যয় (লক্ষ টাকায়) | জিওবি | মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি | সর্বশেষ অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি | |
| ৫.১. মূল অনুমোদিত ব্যয় | : | ৪৮৫৫.৭০ | ৪৮৫৫.৭০ | - | - | |
| ৫.২. ১ম সংশোধিত ব্যয় | : | ৬০৬৯.৬১ | ৬০৬৯.৬১ | ২৫% | - | |
| ৬. প্রকল্প এলাকা | : | বিভাগ | জেলা | উপজেলা | - | |
| ৬.১. মূল অনুমোদিত এলাকা | : | ৮টি | ৮টি | ৮২টি | - | |
| ৬.২. ১ম সংশোধিত এলাকা | : | ৮টি | ২০টি | ১০২টি | - | |
| প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য | : | **সাধারণ উদ্দেশ্য** : প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। বিশেষত তাদের যারা আদি ক্ষুদ্র ব্যবসা/পেশায় নিয়োজিত যেমন, কামার, কুমোর, নাপিত, বাশঁ ও বেত প্রস্তুতকারক, কাঁশা/পিতল প্রস্তুতকারী এবং জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী। | | | | |
| **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য** | | ১. বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতকরণ;<br>২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আদি ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত তাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপন;<br>৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;<br>৪. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ;<br>৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে | | | | | |

বেকারত্ব দূর করা;

৬. নিজস্ব পেশার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে পেশার মান উন্নয়নে একক/দল ভিত্তিক এককালীন অনুদান প্রদান করা;

৭. তাদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরীতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

৮. স্থানীয় জনপ্রশাসনকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ;

৯. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা;

১০. অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার সাথে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা;

১১. পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র পেশাজীবি সম্প্রদায়কে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;

দেশের ৮(আট) জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মোট ৪৬,১১৯ টি পরিবারের ১,৮৬,৮৪৬ জন সদস্যকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহ:

১. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আদি ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত তাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপন;

২. ১৮ বছরের উর্ধ্বে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উপার্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ;

৪. তাদের আদি পেশার টেকসই উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার জন্য এককালীন অনুদান প্রদান;

৫. তাদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরীতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান;

৬. স্থানীয় জনপ্রশাসনকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ;

৭. টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৮. ১৮ বছরের উর্ধ্বে কর্মক্ষম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে স্ব-স্ব পেশার তালিকাভুক্ত ওস্তাদ ও ওস্তাদের অধীন প্রতিষ্ঠানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি হাতে কলমে (On-the-Job) প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৯. NTVQF-1 (National Training and Vocational Qualifications Framework) National Skills Quality Assessment System বেইজড On the Job প্রশিক্ষণ (হাতে কলমে) দেয়া হবে।

১০. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত পেশা ও আদি পেশায় নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ; এবং

১১. উদ্যোক্তা তৈরী।

**এক নজরে ঢাকা বিভাগের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য**

- মোট জরিপকৃত প্রান্তিক : ৭৪১৩২
- বাস্তবায়িত প্রশিক্ষন ও অনুদান কর্মসূচি জেলা: ঢাকা(ধামরাই উপজেলা).নরসিংদি(সদর),মানিকগঞ্জ( ঘিওর,ধামরাই উপজেলা) ,গোপালগঞ্জ.কিশোরগঞ্জ
- প্রশিক্ষন প্রাপ্ত বরাদ্দ: ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৩১ হাজার
- অনুদান পরিমান: ১২ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৯ হাজার
- উপকারভোগীর : ৬৯২৮ জন

# সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন

# ৫.০ সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

## ৫.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, যা সরাসরি দরিদ্র, আর্ত-পীড়িতের সেবার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেলে এ কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১০৪ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫২৩ টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি হাসপাতালে 'রোগী কল্যাণ সমিতি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে।

**কার্যাবলী**

(১) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা, পথ্য, বস্ত্র, রক্তদান, চশমা, ক্র্যাচ, কৃত্রিমঅংগ, যাতায়াত ভাড়া, মৃত ব্যক্তির লাশ পরিবহন ও সৎকার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদান;

(২) হাসপাতালে পরিত্যক্ত, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু, নারী ও প্রবীণদের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসন করা অথবা সমাজসেবা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে পুনর্বাসনে সহায়তা করা ;

(৩) রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন ( Rapport building) ,Counseling & Motivation) এর মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সহায়তা করা;

**সেবাগ্রহিতা**

হাসপাতালে আগত দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ রোগী।

**সেবাদান পদ্ধতি**

- হাসপাতালে আগত বর্হির্বিভাগ ও ভর্তিকৃত সমস্যাগ্রস্থ রোগী/অভিভাবক আর্থিক সাহায্যের আবেদন যথাযথভাবে পূরণ করবেন;
- আবেদনপত্রে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার রোগীর চাহিদাভিত্তিক ঔষধ, পরীক্ষা, দ্রব্য-সামগ্রী বা অন্যান্য সাহায্যের জন্য সুপারিশ করবেন;
- ডাক্তার কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের অফিস সহকারী/সমাজকর্মী যাচাইপূর্বক সমাজসেবা অফিসারের নিকট দাখিল করবেন;
- আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সমাজসেবা অফিসার দরিদ্র ও অসহায় রোগী চিহ্নিত করবেন;
- আর্থিক সহায়তা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানকৃত রোগীর আবেদন ফরম অনুযায়ী ভাউচারসহ মাস্টার রোল অফিস সহকারীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করবেন;
- এছাড়াও জটিল রোগাক্রান্ত রোগী যেমন-ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইজড, হৃদরোগ, যক্ষ্মা, এইচআইভি, বি-ভাইরাস ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত রোগীকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ;

- অপারেশন ও জটিল রোগের ক্ষেত্রে ভয়াবহতা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি কাউন্সেলিং, ফলোআপ ও মোটিভেশন;
- প্রয়োজনে রোগীর গৃহ পরিদর্শন, ফলোআপ ও পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ করা;
- চিকিৎসা শেষে প্রয়োজনে রোগীর যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আশ্রয়হীন, ঠিকানাবিহীন ও পরিত্যক্ত শিশুদের চিকিৎসাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের চিকিৎসা সেবায় অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রয়োজনে সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

**প্রদত্ত সেবা**

- হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা;
- বিনামূল্যে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বস্ত্র, খাদ্য, হুইল চেয়ার, কৃত্রিম অংগ, বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণ, রক্ত সরবরাহ বা ক্রয়ে নগদ অর্থ সহায়তা ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ;
- অবাঞ্ছিত শিশু পুনর্বাসন;
- রোগের কারণে অবাঞ্ছিত রোগীদের পরিবারে পুনর্বাসন;
- হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরের সহায়তা;
- রোগীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা/প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে অবহিতকরণ;
- গুরুতর অসুস্থতা/অপারেশন মানসিক বিপর্যস্ত রোগী বা রোগীর সাথে পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা;
- স্বজনদের কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- নাম পরিচয়বিহীন দরিদ্র মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা করা;
- রোগমুক্তির পর রোগীর বাড়ী ফিরে যেতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

**সেবাদানকারী হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ**

- সকল জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি জেনারেল/সদর/আধুনিক হাসপাতাল;
- বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ;
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল;
- ঢাকাস্থ ১০টি বেসরকারি হাসপাতাল যেখানে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা গ্রহণের হার অধিক এবং ঢাকার বাইরে বেসরকারি হাসপাতাল ১ টি;
- উপজেলা পর্যায়ে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে অবস্থিত রোগী কল্যাণ সমিতি;

**২০২১-২০২২ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান**

সেবা প্রদানকারী কার্যালয়: ঢাকা বিভাগের ১৩ জেলায় মহানগর,জেলা সদর সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল মোট ৪৮ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৯১ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সহ সর্বমোট ১৪০টি ইউনিটে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**ঢাকা বিভাগের জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা আর্থিকভাবে ও, সামাজিক ও অন্যান্যভাবে ৪৪২৭৬ জন।**

| | মোট হাসপাতাল সংখ্যা | মোট বরাদ্দ | মোট আয় | মোট ব্যয় | উপকারভোগীয় সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|
| বিভাগ, মহানগর, জেলা সদর, হাসাপাতাল | ৪৮ | ৩০৯৫০০০০ | ৭২১৭৩৫২০ | ৫০৭৫০৪৫৭ | ৩৩৬৪৩০ |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ৯৮ (রোগী কল্যাণ সমিতি) | ১২১৮১৯৩৬ | ১০২৪৫৮৭৮ | ৮১৩৯৩৪৫ | ১০৩৮৪৬ |

## ৫.২ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ‘প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম’ অন্যতম। ১৯৬০ সালে ‘প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স’ জারীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প (১) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং (২) আফটার কেয়ার সার্ভিসেস বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে ৬টি সিএমএম কোর্টসহ ৬৪টি জেলা সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং বিভাগীয় শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

**প্রবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে**

- কোন অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত রেখে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্বাবধানে সমাজে খাপ খাইয়ে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা ;
- সামাজিক ও মনস্তাত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয়পূর্বক অপরাধীর সংশোধনের ব্যবস্থা করা;
- শিশু অপরাধীকে কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে দূরে রাখা;
- সংশোধনের পর অপরাধীকে সমাজে পুন:একীকরণ;
- অপরাধীদের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে বিরুপ মনোভাব দূর করে তাদেরকে অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- অপরাধীকে সমাজে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা;
- সম্ভব হলে অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- মোটিভেশন, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে অপরাধীকে সচেতন করে তাকে অপরাধ হতে দূরে রাখা;
- সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে ‘দাগী আসামী’ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা;
- অপরাধীকে আত্মশুদ্ধি করতে সুযোগ দেওয়া ও সাহায্য করা;
- সমাজে অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়ে আনা;

**আফটার কেয়ার সার্ভিসের উদ্দেশ্য**

- মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ;
- প্রয়োজনবোধে কয়েদীদেরকে বিভিন্ন প্রকার কাজে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ;
- কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা;
- প্রয়োজনবোধে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে এককালীন আর্থিক ঋণ দিয়ে তাদের স্থায়ী আয়ের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া ;
- অপরাধীদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা অফিসের মধ্যে সংযোগ সাধন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন যে সকল অপরাধী আদালতে জামিন লাভ বা আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ হতে বঞ্চিত আছে প্রয়োজনবোধে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা;
- কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- শারীরিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
- কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদীদের জন্য কুঠির শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অপরাধ পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে কাউন্সেলিং ও মোটিভেশনাল বৈঠক আয়োজন ।

**বিকল্প পন্থার উদ্দেশ্য**

- আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে গ্রেফতার বা আটকের পর হতে বিচার কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রমের পরিবর্তে শিশুর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনাপূর্বক, বিরোধীয় বিষয় মীমাংসাসহ তার সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে বিকল্প পন্থা (diversion) গ্রহণ করা।

**<u>বিকল্প পরিচর্যার উদ্দেশ্য</u>**

- সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু যাদের বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনাপূর্বক, সার্বিক কল্যাণ ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে, বিকল্প পরিচর্যার (alternative care) উদ্যোগ গ্রহণ ;
- শিশুর পিতা-মাতার সহিত পুন:একীকরণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা;
- মাতা-পিতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকলে বা অন্য কোন কারণে তারা পৃথকভাবে বসবাস করলে যতদূর সম্ভব শিশুর মতামতকে প্রাধান্য প্রদানপূর্বক মাতা-পিতার মধ্যে যে কোন একজনের সাথে পুন:একীকরণ করা;
- প্রবেশন কর্মকর্তা শিশু এবং তার পরিবারের অভিমত বিবেচনায় নিয়ে বিকল্প পরিচর্যা নির্দিষ্ট বিরতিতে পুনর্বিবেচনা করা;
- নির্দিষ্ট বিরতিতে পুনর্বিবেচনার অংশ হিসেবে প্রবেশন কর্মকর্তা কর্তৃক শিশুর বিকল্প পরিচর্যা নিয়মিত পরিদর্শন করা;
- শিশুর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, জীবিকা অর্জনের উপায় নির্ধারণ এবং মাতা পিতার সহিত পুন:একীকরণের লক্ষ্যে কাউন্সেলিংসহ যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ;

| |
|---|
| **ঢাকা বিভাগের প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রমের জুন ২০২২ পর্যন্ত** |
| • **প্রবেশনে কেইস সংখ্যা- ৫২৬ জন** |
| • **আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা- ১৭১ জন।** |
| • **অপরাধী সংশোধনী ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা-১০৩০ জন** |

## ৫.৩ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন, বেসরকারি এতিমখানার নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন/সংশোধন, কার্যএলাকা সম্প্রসারণ/অনুমোদন, জনসেবামূলক কাজে তাদের উৎসাহ দেয়া এবং প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করা। সংস্থাসমূহ মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কাজ করে থাকে। ১৫(পনেরো) টি ক্যাটাগরিতে নিবন্ধন দেয়া হয়। তার মধ্যে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে জনগণকে বিরত রাখা, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারামুক্ত কয়েদিদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অধিদফতরাধীন বিভিন্ন জেলার মাধ্যমে ১১২৬ টি সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে;
- ১৯৬১ সালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন হালনাগদ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন, ডুপ্লিকেট সনদ প্রদান, সংস্থার অভিযোগ তদন্ত, তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন, সংস্থার নির্বাচনসম্পন্নসহ আরো অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

**ঢাকা বিভাগের আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা এক নজরে তথ্যাদি**

| বিভাগ | ৩০/৬/২০২২ পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত সেচ্ছাসেবীর সংখ্যা | ৩০/৬/২০২২ পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত সক্রিয় সেচ্ছাসেবীর সংখ্যা | ৩০/৬/২০২২ পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত নিষ্ক্রিয় সেচ্ছাসেবীর সংখ্যা | ২০২১-২২ অর্থ বছরে নিবন্ধনকৃত সেচ্ছাসেবীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ২০৫৫৪ | ১৮৩২১ | ২২৩৩ | ১১২৬ |

# প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

## ৭.০ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

## ৭.১ সরকারী শিশু পরিবার

পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকার তাদের পূর্ববর্তী শাসন আমলে অর্থাৎ ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের পর নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গিকার হিসেবে সমাজের এতিম ও দুস্থ শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরুপ কাজগুলি নিরলসভাবে করে যাচ্ছে।

- শিশু পরিবারে ভর্তির পর থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন,
- ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- নিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা
- ধর্মীয়, নৈতিক ও আচার-আচরণগত শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান;
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিবাসীদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন ;
- পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- বিনোদনমূলক , সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড পরিচালনা;
- আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা।
- সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদনকারী এতিম শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাচাই;
- ভর্তি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন
- বিনামূল্যে এতিম শিশু ভর্তি;
- শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসন
- শিশুর পুনর্বাসনে আর্থিক ভাবে, চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে বা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করা;
- শিশুদের প্রতি সহমর্মি আচরণ করা;
- শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে যে কোন ধরণের সহযোগিতা।

বর্তমানে জেমস শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত আছে। গত দুই অর্থবছর ধরে মোঃ ওমর ফারুক জেমস উচ্চ শিক্ষা খাতে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে চালুকৃত মেধাবৃত্তি সরকারি শিশু পরিবার নেত্রকোনার মাধ্যমে পাচ্ছে ।

শিশু পরিবারের কর্তৃপক্ষের সান্নিধ্যে থেকে যথোপযুক্ত শিক্ষা, শিষ্টাচারসহ মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে আজ এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরে শিশু পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই জেমসের।
সকলের চেষ্টা, অনুপ্রেরণা, স্নেহ-ভালোবাসা, সহায়তা এবং জেমসের অদম্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে জেমস একদিন তার স্বপ্নপূরণ করে দেশের একজন সুনাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবে সেই প্রত্যাশা সকলের।

**শিশু পরিবারের কার্যক্রমের ছবি :**

সেলাই প্রশিক্ষণে শিশু পরিবারের নিবাসি সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ফরিদপুর।

কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণরত নিবাসি

বুফে পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণ

**বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার, সরকারি শিশু পরিবার (বালক), ঢাকা।**

**বঙ্গবন্ধুসহ স্বপরিবারে নিহত সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনায় পবিত্র কোরআন খতম করণ**

**নিবাসিদের আবাসিক ভবন ও নিয়মিত খেলাধুলা আয়োজনের চিত্র, সরকারি শিশু পরিবার (বালক), নেত্রকোনা।**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকা এর শিশুদের ১০টি ল্যাপটপ ও ২০টি সেলাই মেশিন উপহার প্রদান**

## মেধাবৃত্তি চালু করণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারসহ সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে এতিম, দু:স্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মেধাবী শিশু, যারা দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছে। এসব মেধাবী নিবাসিদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে মেধাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ) মাসিক ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর (ডিগ্রী/অনার্স ও মাস্টার্স) মাসিক ২৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

**মেধাবৃত্তি চেক প্রদান করছেন জনাব মইন উল হক, জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা।**

## ঢাকা বিভাগের সরকারী শিশু পরিবার প্রতিবেদন

- **সরকারী শিশু পরিবার সংখ্যাঃ ১৮ টি**

  **সরকারী শিশু পরিবার বালক- ১১টি**

  **সরকারী শিশু পরিবার বালিকা- ৭টি**

- **অনুমোদিত আসন সংখ্যাঃ ২১০০**
- **বর্তমান নিবাসীর সংখ্যাঃ ১৭১০**

  **বালক-৯৭৫**

  **বালিকা -৭৩৫**

  **প্রবীন নিবাসী- ৫**

| জেলা | প্রতিষ্ঠানের নাম | অনুমোদিত আসন সংখ্যা | বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা | প্রবীন নিবাসীর সংখ্যা | মোট নিবাসীর সংখ্যা | ৩০/৬/২২ পর্যন্ত এসএসসি পাশের সংখ্যা | ৩০/৬/২২ পর্যন্ত এসএসসি পাশের সংখ্যা | ৩০/৬/২২ পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবাসীর সংখ্যা | ৩০/৬/২২ পুনর্বাসিত সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | সরকারি শিশু পরিবার (বালক) ঢাকা | ১০০ | ৯৫ | ১ | ৯৬ | ১৮৬ | ২২ | ১৫০৬ | ১৭৯৮ |
| | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) ঢাকা | ১৭৫ | ১৪৪ | ০ | ১৪৪ | ১৭৭ | ১০৯ | ৫৮১ | ১১৮২ |
| ফরিদপুর | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), ফরিদপুর | ১৭৫ | ১৬৯ | ০ | ১৬৯ | ৩৬২ | ৩৬২ | ০ | ৩০৪৬ |
| | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ফরিদপুর | ১৭৫ | ১৭০ | ০ | ১৭০ | ১১৭ | ১১৭ | ১৫০ | ৩৫২৭ |
| নরসিংদী | সরকারী শিশু পরিবার(বালক) মনোহরদী | ১০০ | ৬৭ | ০ | ৬৭ | ২ | ৩৯ | ২২ | ৩৫ |
| মানিকগঞ্জ | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), মানিকগঞ্জ | ১০০ | ৭৩ | ০ | ৮৩ | ৪৪৫ | ৩৬০ | ৮৪ | ২০২৬ |
| নারায়ণগঞ্জ | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) ন | ১০০ | ৮৭ | ১ | ৮৮ | ৩১ | ৩১ | ৪১৫ | ৭৯০ |
| | সরকারি শিশু পরিবার (বালক) | ১০০ | ৭৪ | ২ | ৭৬ | ১৫ | ১৫ | ১১ | ০ |
| টাংগাইল | সরকারি শিশু পরিবার ( বালক ) , টাংগাইল | ১৭৫ | ১০০ | ০ | ১০০ | ১৮৪ | ৪৩ | ১৩০ | ১৫৯৪ |
| | সরকারি শিশু পরিবার ( বালিকা ) , টাংগাইল | ১০০ | ৮২ | ১ | ৮৩ | ৬৩ | ১৩ | ৩৪০ | ৬০০ |
| কিশোরগঞ্জ | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) | ১০০ | ৯৯ | ০ | ৯৯ | ৭৪ | ৭৪ | ৫৫৯ | ১৮৩ |
| | সরকারি শিশু পরিবার (বালক) | ১০০ | ৭৫ | ০ | ৭৫ | ৯৫ | ৯৫ | ৩১৫ | ২৪৫ |
| মাদারীপুর | সরকারী শিশু পরিবার বালক মাদারীপুর | ১০০ | ৮০ | ০ | ৮০ | ১৪১ | ১৪১ | ২ | ০ |
| শরীয়তপুর | সরকারি শিশু পরিবার (বালক) | ১০০ | ৫০ | ০ | ৫০ | ৮৮ | ১০ | ২০১ | ২৮৮ |
| গোপালগঞ্জ | সরকারি শিশু পরিবার(বালক), গোপালগঞ্জ | ১০০ | ৮৪ | ০ | ৮৪ | ৪৮ | ৮ | ৫৪ | ৪৭ |
| গাজীপুর | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), কোণাবাড়ী, গাজীপুর। | ১০০ | ৯৩ | ০ | ৯৩ | ৩০ | ১৭ | ৩০৮ | ২৮ |
| মুন্সীগঞ্জ | সরকারী শিশু পরিবার (বালক) ভাগ্যকুল, শ্রীনগর | ১০০ | ৮৩ | ০ | ৮৩ | ১০৫ | ০ | ০ | ০ |
| রাজবাড়ী | সরকারি শিশু পরিবার (বালক) রাজবাড়ী | ১০০ | ৮৫ | ০ | ৮৫ | ৭৫ | ৭৫ | ৩৭১ | ৯৬৪ |
| | সর্বমোট | ২১০০ | ১৭১০ | ৫ | ১৭১৫ | ২২৩৮ | ১৫৩১ | ৫০৪৯ | ১৬৩৫৩ |

## ৭.২ ছোটমণি নিবাস

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবীদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এবং ০-৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিপন্ন শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগসহ লালন পালনের জন্য ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে ১টি ছোটমণি নিবাস স্থাপিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানে পরিত্যক্ত নবজাতক শিশু, পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বিপন্ন শিশু, দাবীদারহীন এবং ও পরিচয়হীন শিশু থানায় জিডিকরণের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল শিশুকে অধিদপ্তর পরিচালিত

সরকারি শিশু পরিবার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১০০, বর্তমান নিবাসী সংখ্যা ২৯ জন ।

**সেবাসমূহ**

- পরিত্যক্ত ও দাবীদারহীন শিশু উদ্ধার ;
- থানায় সাধারণ ডাইরী;
- কেন্দ্রে গ্রহণ, সরাসরি ভর্তি ও নিবন্ধন;
- লালন পালনের পূর্ণ দায়দায়িত্ব এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ;
- মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
- শিশুদের সরকারি খরচে আবাসন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ;
- ৭ বছর বয়সের পর সরকারি শিশু পরিবারে স্থানান্তর।

## ৭.৩ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মা'র সন্তানদের কর্মকালীন রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে ৫০ আসনবিশিষ্ট দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয় । এ কেন্দ্রের শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শিশু কল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ প্রতিষ্ঠানে শিশু ভর্তির জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনো প্রকার অর্থ নেওয়া হয় না। নিবাসীদের ভরণপোষণ (খাদ্য, পোষাক, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী) বাবদ মাথাপিছু ১,২৫০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ কেন্দ্রে বর্তমানে ৫০ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত (জুন ২০২০) সেবা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ৮,৩৪৫। দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিনই খোলা থাকে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে যে কোনো সময় সরাসরি ভর্তি করা হয়। কর্মজীবী মায়েরা শিশুদের এ প্রতিষ্ঠানে রেখে তাদের কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন।

**সেবাসমূহ**

- ৪-৮ বছর বয়সের শিশুদের সকাল ৮-০০ থেকে বিকাল ৫-০০ টা পর্যন্ত দিবাকালীন সেবাদান;
- শিশুদের প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সকাল ও বিকালের নাস্তাসহ দুপুরের খাবার সরবরাহ;
- শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদন;
- প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠানের পোষাক পরিধান;
- দুপুরে শিশুদের ঘুমানোর ব্যবস্থা;
- শিশুদের নিরাপত্তা বিধানসহ মাতৃস্নেহে লালন পালন।

## ৭.৪ দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:

দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুঃস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮১ সনে

প্রথম গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে বালকদের জন্য ১টি দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সনে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বালকদের জন্য আরও ১টি এবং ১৯৯৭ সনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বালিকাদের জন্য শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ ঢাকা বিভাগের অধীন ২টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৭০০, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৩০৪ এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২২) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৪৪৮০ জন।

**সেবাসমূহ:**

- দরিদ্র এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুকে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিশুদের সামাজিকীকরণ, চিত্তবিনোদন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ;

দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান।

## ৭.৫ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশ প্রাপ্ত শিশু আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু (এমন কোনো শিশু, যে দন্ড বিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী সাব্যস্ত) এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু (এমন কোনো শিশু, যে বিদ্যমান কোনো আইনের অধীনে কোনো অপরাধের শিকার বা সাক্ষী) এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৯ অনুসারে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) আগত ও অবস্থানরত শিশুদের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এ সব শিশুকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে ১৯৭৮ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), কোণাবাড়ীতে ২০০২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) এবং যশোরের পুলেরহাটে ১৯৯২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) স্থাপিত হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে আসা ও আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত শিশুদের উপযুক্ত কেসওয়ার্ক, কেস ম্যানেজমেন্ট, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ডাইভারশন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মানসিকতার উন্নয়নপূর্বক সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃএকীকৃত করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সমাজসেবা অধিদপ্তর  পরিচালিত এ ঢাকা বিভাগের ২টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা)'র অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৪৫০, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৯১৭ জন এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২২) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৩৩ হাজার ৫৫৩ জন।

**সেবাসমূহ:**

- বিভিন্ন থানায়/কারাগারে আটককৃত শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সহায়তা;
- বিভিন্ন কারাগারে আটক শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- শিশু আদালত কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;
- কাউন্সিলিংএর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন;
- পরিচয়হীন শিশুর আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা ও সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;
- ফলোআপ করা।

## ৭.৬ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারী এতিমখানা

**জীবনচক্রের ধাপ:** ৬ বছর বয়স থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত ।

**ক্লাস্টার:** শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন ।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জনগণ অবহেলিত দুঃস্থ এতিম শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় মতাবলম্বী জনগনেরই এতিম শিশুদের লালনপালনের জন্য বেসরকারিভাবে এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। বেসরকারি এসকল এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সহযোগীতা প্রদান করা হয়। বেসরকারিভাবে এতিমখানাসমূহ প্রথমতঃ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান এবং পরবর্তীতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের শিশুদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়, যা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট নামে পরিচিত। দরিদ্র এতিম শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিনত করাই ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেসরকারি এতিমখানায় নূন্যতম ১০ জন এতিম অবস্থানকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্টের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন ২০২১-২২ অর্থ বছরের বেসরকারী ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমখানা বিবরনী ।

| **বেসরকারী ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমখানা** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **বিভাগ** | **জেলা** | **৩০/৬/২০২২ পর্যন্ত নিবন্ধনকৃত এতিমখানার সংখ্যা** | **৩০/৬/২০২২ পর্যন্ত ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা** | **ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টপ্রাপ্ত এতিমের সংখ্যা** | **২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ ( টাকা)** |
| ঢাকা | ঢাকা | ৯২ | ৬৮ | ৩২২৮ | ৭১২২০০০০ |
| ঢাকা | ফরিদপুর | ৯৪ | ৮৪ | ২৫২৭ | ৬০৬৪৮০০০ |
| ঢাকা | নরসিংদী | ৭৪ | ৬০ | ২৪৩৪ | ৫৭৯৩৬০০০ |
| ঢাকা | মানিকগঞ্জ | ০ | ২০ | ৬০৫ | ৭২৬০০০০ |
| ঢাকা | নারায়ণগঞ্জ | ৬৮ | ৪৪ | ৯৪১ | ২১৫৬১৬০০ |
| ঢাকা | টাংগাইল | ৮৮ | ৫৬ | ১৫৫১ | ৩৬৯১২০০০ |
| ঢাকা | কিশোরগঞ্জ | ৪৪ | ৩৩ | ৭৬০ | ১৮২৪০০০০ |
| ঢাকা | রাজবাড়ী | ১২ | ১০ | ১৬৭ | ৩৯৭২০০০ |
| ঢাকা | মাদারীপুর | ৪৬ | ৪১ | ১১৫২ | ২৬১৩৬০০০ |
| ঢাকা | শরীয়তপুর | ৪১ | ৩৬ | ৮১৯ | ১৯৬৫৬০০০ |
| ঢাকা | গোপালগঞ্জ | ১৮৩ | ১৪৩ | ৪০৮০ | ৯৬৬১২০০০ |
| ঢাকা | গাজীপুর | ৭১ | ৫০ | ১০০৫ | ২৪১২০০০০ |
| ঢাকা | মুন্সিগঞ্জ | **২০** | **১৯** | **৫৩৩** | **১২৭৯২০০০** |
| | **সর্বমোট** | **৮৩৩** | **৬৬৪** | **১৯৮০২** | **৪৫.৭০৬ (কোটি)** |

**বঙ্গাবন্ধুসহ স্বপরিবারে নিহত সকলের আত্নার মাগফিরাত কামনায় পবিত্র কোরআন খতমকরণ,**

## ৭.৭ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক (আইডিএ ক্রেডিট) সহায়তায় ২০০৯ সাল হতে Disability and Children At Risk (DCAR) Project গ্রহণ করে। Disability and Children At Risk (DCAR) প্রকল্পের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন Disability (PSODPB) বিষয়ক এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক (SCAR) বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। SCAR প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের সুরক্ষাকল্পে তাৎক্ষণিক আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে পরিবার/নিকট আত্মীয়/বর্ধিত পরিবার/অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন করা হয়।

**কর্ম এলাকা:** গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় পরিচালিত ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বিপন্ন শিশুদের সেবা প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়।

**উপকারভোগী শিশুর সংখ্যা:** প্রতিটি কেন্দ্রে পৃথক ভবনে সর্বোচ্চ ১০০ ছেলে শিশু ও ১০০ মেয়ে শিশুর আবাসন সুবিধা রয়েছে। আগস্ট ২০১২ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ১১,৭০৭ জন (৫,৯৯৬ জন বালক ও ৫,৭১১ জন বালিকা) শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯,৬১৯ জন (৪,৯৭৮ জন ছেলে ও ৪,৬৪১ জন মেয়ে) শিশুকে তাদের পরিবার, আত্মীয় কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ বা পুনর্বাসন করা হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রসমূহে মোট ২,০৮৮ জন (১,০১৮ জন ছেলে ও ১,০৭০ জন মেয়ে) শিশু অবস্থান করছে।

**উপকারভোগী শিশু:** কেন্দ্রসমূহে ০৬ থেকে অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের পথ শিশু, শ্রমে নিয়োজিত শিশু, মাতা-পিতার স্নেহ বঞ্চিত, গৃহকর্মে নিয়োজিত, পাচার থেকে উদ্ধার, হারিয়ে যাওয়া, বাল্য বিবাহের শিকার, নির্যাতনের শিকার শিশুদের দিবাকালীন/রাত্রিকালীন/সার্বক্ষনিক আশ্রয় সেবা প্রদান করা হয়।

**প্রদত্ত সেবা/সুবিধাসমূহ:** প্রতিটি কেন্দ্রে আবাসন সুবিধাসহ খাদ্য, প্রয়োজনীয় পোষাক, স্বাস্থ্যসেবা, মনো-সামাজিক সহায়তা, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষা (আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক) ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি শিশুকে সকাল ও বিকালের নাস্তা এবং দুপুর ও রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। প্রতিমাসে নির্ধারিত দিন

ছাড়াও জাতীয় দিবস, ধর্মীয় উৎসবসহ বিশেষ দিবসে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। নিবাসী শিশুদের বছরে ০৪(চার) সেট পোশাক, ০২ (দুই) সেট উৎসব পোশাক এবং শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া স্কুলগামী শিশুদের জন্য স্কুলের ড্রেস কোড অনুযায়ী পোশাক সরবরাহ করা হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা স্টিয়ারিং কমিটি স্থানীয়ভাবে কেন্দ্রের নিবাসী শিশুদের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরামর্শ, তদারকি ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

সক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার আওতায় আসা শিশুদের Hands-off Skill এবং Hands-on Skill প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। Hands-off Skill এ শিশু মূলতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগীয় ও মানসিক চাপে টিকে থাকা, কার্যকরি যোগাযোগ, সমঝোতা ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন করে। Hands-on Skill এ ১৪ বছর উর্ধ্ব শিশুদেরকে আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণপূর্বক বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ব্লক-বাটিক, পেইন্ট/আর্ট (ব্যানার/সাইনবোর্ড), জুতা বানানো, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের সমাজের মূল ধারার সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিস হিসেবে ঝুঁকিবিহীন কাজে নিয়োজিত করা হয়।

**প্রাতিষ্ঠানিক সেবার চ্যালেঞ্জ**

- শিশুদের বসবাসের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নেই। বর্তমানে কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম ভাড়াকৃত বাড়িতে পরিচালিত হচ্ছে ;
- ঠিকানাবিহীন পথ শিশুসহ ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য শিশুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় জটিলতা ;
- শিশুদের দ্রুত উদ্ধার, নিবাসী শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণে যাতায়াতের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা নেই ;
- প্রকল্পের আওতায় অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগকৃত জনবল দিয়ে বর্তমানে কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কর্মরত জনবলের চাকরির স্থায়িত্ব নেই ;
- কেইস ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন;
- শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন;
- পদ ভিত্তিক সেবা প্রদানের দক্ষতা অর্জন;
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংযোগ করার দক্ষতা অর্জন।

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন**

| ক্রম: নং | কার্যক্রম/লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন |
|---|---|---|
| ১. | সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুদের সংখ্যা | ৩৪০৫ জন |
| ২. | পাবলিক পরীক্ষায় শিশুদের পাশের হার | ১০০% |
| ৩. | পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসনকৃত শিশুর সংখ্যা | ৩৫০ জন |
| ৪. | শিশু অধিকার জনসচেতনতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ | শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে অভিভাবক সভা, কমিউনিটি সভা, আলোচনা সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। |

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

- শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত ও শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ এবং কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন। সরকারের অর্থায়নে দেশের ১৯ টি জেলায় কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে 'শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ' নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে। সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে ডিপিপি টি প্রক্রিয়াকরণসহ পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- অস্থায়ীভাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে সাহায্য মঞ্জুরি (কল্যাণ অনুদান) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থে পরিচালিত কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রমকে সরকারের নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।
- সমাপ্ত প্রকল্পের প্রশিক্ষিত বিদ্যমান জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

## ৭.৮ চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প, ফেইজ-২

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ' (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১২ থেকে বা**স্ত**বায়ন করা হচ্ছে।

**২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি** :

- সমাজকর্মী নিয়োগঃ ৪৭ জন
- শিশু কল্যান বোর্ড সভাঃ ৪টি
- প্রশিক্ষনঃ শিশু আইন ২০১৩ বষিয় সমেনিার ও প্রশক্ষিন ।
- সমাজকর্মীদের কিটস বিতরনঃ ১০৫০টি
- জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত শিশুদের আর্থিক সহায়তাঃ ১১ লক্ষ ২ হাজর ৫শত
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন/ইউসিডি এলাকা শিশু সুরক্ষা সহায়ক হাব স্থাপনঃ ৩টি( কমলাপুর,গাবতলী ও সদরঘাট)

**" চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮" কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যঃ**

# সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ

## ৮.০ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

## ৮.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

- পুলিশ কর্তৃক ভবঘুরে গ্রেফতার/নিরাশ্রয় ব্যক্তির আবেদন;
- বিশেষ আদালতের ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভবঘুরে/নিরাশ্রয় হিসেবে ঘোষণা বা মুক্তি;
- অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ভবঘুরে/নিরাশ্রয় ব্যক্তি হিসেবে নাম রেজিষ্ট্রিকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- ভবঘুরে ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;
- কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিক তার উন্নয়ন;
- স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- ভবঘুরে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা;
- সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- ফলোআপ;

**ঢাকা বিভাগে মোট সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র বিবরনী**

- আশ্রেয় কেন্দ্র সংখ্যা ৫টি
- কর্ম এলাকাঃ গাজীপুর (পূবাইল, কাশিমপুর) নারায়নগঞ্জ (গোদনাইল) মানিকগঞ্জ(বেতিলা) ঢাকা(মিরপুর)
- অনুমোদিত আসন সংখ্যাঃ ১৪০০
- বর্তমান নিবাসীঃ ৫৬৭
- জুন ২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবাসী- ৫১০২ জন।
- জুন/২০২২ পুনর্বাসন-১৬৯৬৭ জন।
- শুরু থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত পুনর্বাসন-৫৩,৭৩৯ জন।

**কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্প/প্রাতিষ্ঠানিক সেবায় চ্যালেঞ্জ**

- সকল সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রগুলোই সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ ও ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। ফলে আসন সংখ্যা অনুযায়ী নিবাসী ভর্তি করা দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে মাত্র একটি হওয়ায় বেশির ভাগ মানসিক প্রতিবন্ধীদের সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে দেওয়া হয়। ফলে সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রের যে মূল লক্ষ্য তা বাস্তবায়ন করা সঠিকভাবে সম্ভব পর হচ্ছে না।
- সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে নিজস্ব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কারিকুলাম থাকলেও নির্দিষ্ট বয়স ও সময়সীমার জন্য নিবাসীদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া ব্যাহত হচ্ছে।
- যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্বল্পতা।
- আশ্রয় কেন্দ্রের নিবাসীদের আয়বর্ধক কর্মসূচির স্বল্পতা/সীমাবদ্ধতা।
- আশ্রয় কেন্দ্রের নিবাসীদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের স্বল্পতা/সীমাবদ্ধতা।

**প্রাতিষ্ঠানিক সেবা বাস্তবায়ন থেকে শিখন**

উপর্যুক্ত শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন, শৃঙ্খলার অভ্যাস এবং নিয়মিত কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সুপথে আনা সম্ভব।
উপর্যুক্ত কারিগরী প্রশিক্ষণ, আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ ও সকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিবাসীদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অংশীদার করা সম্ভব।
নিবাসীদের পরিবার খুঁজে বের করে তাদেরকে পরিবারে পুনঃএকত্রীকরণ কিংবা বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিক বা সামাজিক ক্ষমতায়নে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

## ৮.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :

- যৌনাচারে নিয়োজিত যাদের বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে নয় তাদেরকে বিদ্যমান শিশু আইন, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় (ব্যক্তি) পুনর্বাসন আইন, ২০১১ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক বিভিন্ন যৌনপল্লী ও অন্যান্য স্থান থেকে উদ্ধার।
- উদ্ধারকৃত কিশোরী ও কন্যা শিশুর নাম নিবন্ধনপূর্বক ০৬ বিভাগে অবস্থিত ০৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা।
- উদ্ধারকৃতদের নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদান।
- নিবিড় কাউন্সেলিং ও মনিটরিং এর মাধ্যমে নিবাসীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং অবৈধ যৌনাচারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ।
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন ও বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
- কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, বিবাহ কিংবা প্রকৃত অভিভাবক, নিকট আত্মীয় অথবা অন্য কোন বৈধ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক ও কেইস ওয়ার্কারের সুপারিশ এবং কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে তাদেরকে বৈধ অভিভাবকের হেফাজতে মুক্তি প্রদান।

**মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে প্রভাব :**

- স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তন এবং পরিবার ও সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ও দারিদ্র" নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

**অর্জন (উদ্ভাবন, কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, অর্জন ইত্যাদি) :**

**ঢাকা বিভাগের সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র তথ্য**

- কেন্দ্র নামঃ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ফরিদপুর
- আসন সংখ্যাঃ ১০০
- বর্তমান নিবাসীঃ ৪০ জন
- ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবাসী- ১৯১ জন।
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের পুনর্বাসন - ১৯৭ জন

## ৮.৩ মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম):

মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে বিচারকালীন তাদের নিরাপদ হেফাজতে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগোষ্ঠীর এ অংশের জীবন প্রতিকূল ও বিচারকালীন ছাড়াও পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতি ও নানাবিধ কারণে মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের জেল, হাজত বা নিরাপদ হেফাজতে থাকতে বাধ্য হতে হয়। জেল বা হাজতের বিরূপ পরিবেশের কারণে এদের অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সরকার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ অবস্থা নিরসনের জন্য সাধারণ জেলখানার বাইরে ভিন্ন পরিবেশে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সিলেট ও বরিশাল জেলায় ১ জুলাই, ২০০২ থেকে হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে (বাগেরহাট) নিরাপত্তা হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মোট ৬টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০০, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৪৪৬ এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২০) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৮ হাজার ৮৯৩ জন।

**সেবাসমূহ:**

- নিরাপদ আশ্রয় প্রদান;
- বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন;
- কেসওয়ার্ক এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন;
- নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কোর্ট'এ হাজির করা এবং কোর্ট থেকে কেন্দ্রে ফেরত আনা;
- দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানরত মহিলা ও শিশু হেফাজতীদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।

**ঢাকা বিভাগের সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র তথ্য**

- কেন্দ্র নামঃ মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম), ফরিদপুর
- আসন সংখ্যাঃ ১০০
- বর্তমান নিবাসীঃ ৭২ জন
- ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবাসী- ৭৬ জন।
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের পুনর্বাসন - ১৬০৩ জন

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন**

| ক্রম: নং | কার্যক্রম/লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন |
|---|---|---|
| ১. | আইনের সহায়তায় আসা শিশু বা আইনের সংঘাত জড়িত শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃএকীকরণ সহায়তা প্রাপ্ত শিশু | ৩৪০৫ জন |
| ২. | মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন (সেফ হোম) ] আশ্রয়প্রাপ্ত নারী ও শিশু | ১২৫ |
| ৩. | পুনর্বাসিত নারী ও শিশু | ৭০ জন |

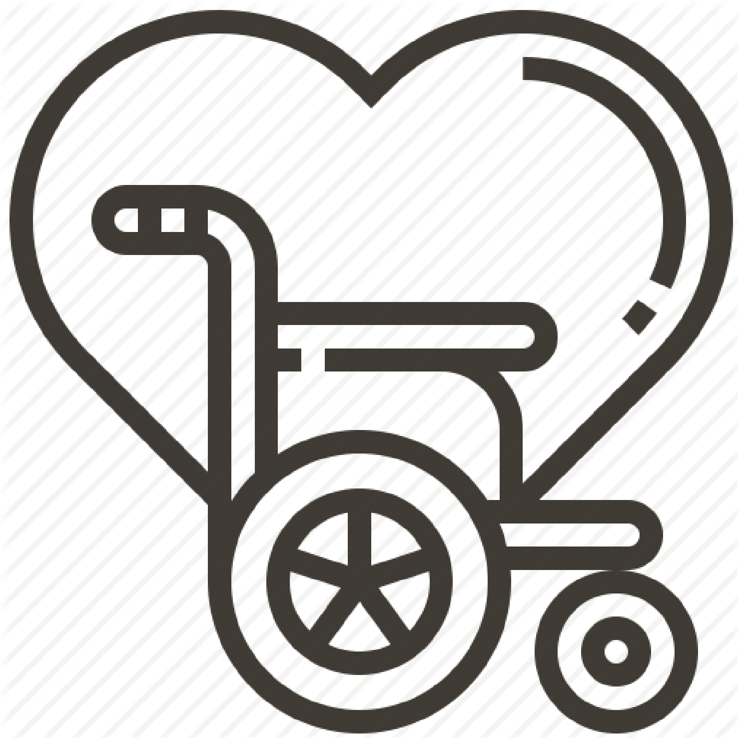

# প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন

## ৯.০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি

## ৯.১ সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় :

১৯৬৫ সালে ফরিদপুর, চাঁদপুর ও সিলেটে ১টি করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর জেলায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে পরিচালিত ৪টি সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় আসন সংখ্যা ৪০০টি।

**সেবাসমূহ :**

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;
- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ পোষণ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন ।

**ঢাকা বিভাগের সরকারী বাক- শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় তথ্য**

- কেন্দ্র নামঃ সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, ফরিদপুর
- আসন সংখ্যাঃ ১০০
- বর্তমান নিবাসীঃ ৯৫ জন
- ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবাসী- ০ জন।
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের পুনর্বাসন - ৮০১ জন

## ৯.২ পি,এইচ,টি, সেন্টার

দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬২ সালে পি,এইচ,টি,সেন্টার (Physicaly Handicapped Training Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতে¨কটি সেন্টারে পি,এইচ,টি,সেন্টারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টিসহ মোট ২টি বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে পরিচালিত ৪টি পি,এইচ,টি,সেন্টার বিদ্যালযের আসন সংখ্যা ৫৮০টি।

**সেবাসমূহ :**

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;
- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ-পোষণ চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন;
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ;
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; এবং পুনর্বাসন ।

**ঢাকা বিভাগের পি,এইচ,টি, সেন্টার**

- কেন্দ্র নামঃ **পি,এইচ,টি, সেন্টার মিরপুর**
- আসন সংখ্যাঃ ১৪০
- বর্তমান নিবাসীঃ ১৫১ জন
- ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবাসী- ১০২ জন।
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের পুনর্বাসন - জন

## ৯.৩ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৭৪ সনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় । দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারা, সর্বোপরি তাদেরকে মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার (Inclusion) উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটিতে ১০টি আসন এবং মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা

**সেবাসমূহ :**

- সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান (Inclusive Education);
- ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান;
- বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন ।

**ঢাকা বিভাগের সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম**

- প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ ১৩ টি **( সকল জেলা)**
- আসন সংখ্যাঃ ১৩০
- বর্তমান নিবাসীঃ ৯০ জন
- ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট এসএসসি পাশ-৯০ জন
- ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট এইচএসসি পাশ-১০৭ জন
- ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবাসী- ৪৪ জন।
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের পুনর্বাসন - ১১৩ জন

## ৯.৪ ব্রেইল প্রেস

ব্রেইল প্রেস দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরে একটি ব্রেইল প্রেস রয়েছে এ প্রেস'এর মাধ্যমে মূদ্রিত পুস্তকসমূহ বিনামূল্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এটুআই প্রকল্পের অর্থায়নে তিনটি ব্রেইল

প্রিন্টারসহ আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৫ সন থেকে ২০১৬ সন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ২ হাজার ৪৪৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১ হাজার ৭০৭টি, তৃতীয় শ্রেণির ৫ হাজার ৪৫৯টি, চতুর্থ শ্রেণির ৪ হাজার ৭৯৭টি, পঞ্চম শ্রেণির ৪ হাজার ৬৫০টি, ষষ্ঠ শ্রেণির ১ হাজার ৯৬৬টি, সপ্তম শ্রেণির ১ হাজার ৫৪৪টি, অষ্টম শ্রেণির ১ হাজার ৪৬৩টি, নবম শ্রেণির ও দশম শ্রেণির ১ হাজার ৫০৩টি বইসহ সর্বমোট ২৫ হাজার ৫৪৭টি বই এবং ২,০০০ কপি ক্যালেন্ডার মূদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়।

## ৯.৫ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবন্ধীরা যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুযোগ পেলে তারা সমাজ বা পরিবারের বোঝা ও করুণার পাত্র না হয়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের আধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকুরী ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে দেশের ৬টি এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০০ জন।

সেবার বিবরণঃ

- বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপী, স্পীচথেরাপী ও সাইকোথেরাপী প্রদান;
- শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা;
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

**ঢাকা বিভাগের এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র**

- কেন্দ্র নামঃ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের কারিগরী প্রশিক্ষন কেন্দ্র শিবচর মাদারীপুর
- আসন সংখ্যাঃ ১০০
- বর্তমান নিবাসীঃ ৯৪ জন
- ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবাসী- ৬৮৯ জন।
- ট্রেডের নামঃ কম্পিউটার এপ্লিকেশন,গার্মেন্টস টেংলারিং,এ্যানিমেল হাসবেন্ডী ও পোল্টি,মবিলিটি
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের পুনর্বাসন - ৪৯৭ জন

# ১০.০ সমাজসেবায় ইনোভেশন

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সনে জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ এর আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের 'উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

**বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা অধীন উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ**

ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যেগ

| বিভাগ | জেলা | উদ্ভাবনী উদ্যেগের নাম | বাস্তবায়িত কর্ম এলাকা | সময়কাল | বাস্তবায়নের ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ঢাকা | ফরিদপুর | স্বপ্নজয় | সরকারি শিশু পরিবার (বালক) ফরিদপুর | ২০২১-২০২২ অর্থ বছর | প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের বিভিন্ন শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় নিবাসীবৃন্দ সেনাবাহিনী, পুলিশসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকে এগিয়ে থাকবে। |
| ঢাকা | কিশোরগঞ্জ | সরকারি শিশু পরিবার(বালক) এ মাশরুম চাষ প্রকল্প গ্রহণ | সরকারি শিশু পরিবার (বালক) | ২০২১-২০২২ | উৎপাদিত মাশরুমে নিবাসীদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ হচ্ছে। |
| ঢাকা | গাজীপুর | ভাতাভোগীদের লাইভ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে মৃত ভাতাভোগীদের চিহ্নিত করণ | কালিয়াকৈর | জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ | ১) মৃত, নিরুদ্দেশ ও অযোগ্য ভাতাভোগীদের সনাক্ত করা সম্ভব হবে।<br>২) ভাতাভোগীদের ভাতা উত্তোলনে কি কি টেকনিক্যাল ও নন টেকনিক্যাল সমস্যা হচ্ছে তা জেনে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। টেকনিক্যাল সমস্যা যেমন মোবাইলে ভাতার এসএমএস না আসা, ভাতাভোগীদের মোবাইল নাম্বারে টাকা ইন হয়েছে কিনা তা অফিসারের আইডির মাধ্যমে জানতে না পারা... ইত্যাদি। নন টেকনিক্যাল সমস্যা যেমন নিকট আত্নীয়দের দ্বারা ভাতা চুরি হয়ে যাচ্ছে কি না, নাম্বার পরিবর্তনে করণীয় কি... ইত্যাদি।<br>৩) সূবর্ণ নাগরিক পরিচয় পত্রবিহীন প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের সনাক্ত করা ও যোগ্য ব্যক্তিদের জরিপের আওতায় আনা।<br>৪)মৃত প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের সনাক্ত করে DIS হালনাগাদ করা।<br>৫) সঠিকভাবে সঠিক লোকের নিকট ভাতা পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করার প্রচেষ্ট |

# ১৫.০ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

## ঢাকা বিভাগের উন্নয়নমূলক প্রকল্প

### ১।জেলা কমপ্লেক্স

| বিভাগ | জেলা | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ঢাকা | | | | | |
| ঢাকা | ফরিদপুর | | ১৫০৭৪৫০০০ (ভেরিয়েশন সহ) | ৯৯.০০% | | |
| ঢাকা | গোপালগঞ্জ | | | ১০০ | ৪/৮/২০২২ তারিখ কমিটির মাধ্যমে বুঝে নেয়া হয়েছে। | |
| ঢাকা | গাজীপুর | ০ | অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন ২য় ফেইজের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে | | | |

### ২।সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হোস্টেল নির্মান

| বিভাগ | জেলা | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | কাজের অগ্রগতি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ফরিদপুর | | ১৮৭৯৯৯৯৩ (ভেরিয়েশন সহ) | ১০০.০০% | |
| ঢাকা | রাজবাড়ী | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ঢাকা | গোপালগঞ্জ | | | | বুঝিয়া পাই নাই |
| ঢাকা | টাঙ্গাইল | | ১৫৮০০০০০ | ১০০.০০% | |

### ৩।সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যেগে প্রকল্প

| | | সরকারী ব্যয় | বেসরকারী ব্যয় | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২১) | ১৭১৮.৫৯ | ৪৩৪.৭২ | ২১৫৩.৩১ |
| ২ | ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুস্থ ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ (জুলাই,২০১৯ থেকে জুন, ২০২১) | ১৩০৬.৬৭২ | ৩২৬.৬৬৮ | ১৬৩৩.৩৪ |
| ৩ | ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১) | ১৯৭৬.০০ | ৫১১.৭৮ | ২৪৮৭.৭৮ |
| ৪ | গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া ও মুকসুদপুর উপজেলার দু:স্থ ও অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ট্রেড ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়-উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন’ | ১৮.৩৯০০ | ৪.৬০৩৭ | ২২.৯৬৩৭ |
| ৫ | গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন | ২০০- | ১.১৬ | ২০১.১৬ |

# দিবস, অনুষ্ঠান উৎসবদি ও পুরুস্কার

## ১। বিভাগীয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১-২২

- অনুষ্ঠিত তারিখঃ জুন ১৭-১৮/ ২০২২
- ভেন্যুঃ শারীরিক শিক্ষা কলেজ মোহাম্মদপুর ও গ্রাফিক্স আর্টস মোহাম্মদপুর
- অংশগ্রহনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাঃ ৩১ টি
- অংশগ্রহনকারী নিবাসীর সংখ্যাঃ বালক- ৩৫৩ জন
  বালিকা- ৪৮৬ জন
  সর্বমোট- ৮৩৯ জন

ঢাকা বিভাগীয় **ক্রীড়া** প্রতিযোগিতা -২০২২

**ইভেন্ট ও প্রতিযোগিদের সংখ্যা**

| **ক্র:নং** | **ইভেন্ট** | **বালক/বালিকা** | **প্রতিযোগির সংখ্যা** |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা-২০২২ **(বালক)** | | | |
| ১. | দীর্ঘ লম্ফ (৫’-০” ফুট বা তদুর্দ্ধ) | বালক | ২২ |
| ২. | উচ্চ লম্ফ (৫’-০” ফুট বা তদুর্দ্ধ) | বালক | ২২ |
| ৩. | ২০০ মি. দৌড় (৫’-০” ফুট বা তদুর্দ্ধ) | বালক | ২৪ |
| ৪. | দীর্ঘ লম্ফ (৪’-৬” হতে ৫’-০” নিচে) | বালক | ২২ |
| ৫. | ভারসাম্য দৌড় (৪’-৬” হতে ৫’-০” নিচে) | বালক | ২২ |
| ৬. | ১০০ মি. দৌড় (৪’-৬” হতে ৫’-০” নিচে) | বালক | ২২ |
| ৭. | ৫০ মি. দৌড় (৪’-৬” হতে নিচে) | বালক | ২২ |
| ৮. | মোরগ লড়াই (৪’-৬” হতে নিচে) | বালক | ২২ |
| ৯. | বিস্কুট দৌড় (৪’-৬” হতে নিচে) | বালক | ২২ |
| **সর্বমোট** | | | **২০০** |
| **বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা-২০২২ (বালিকা)** | | | |
| ১০. | দীর্ঘ লম্ফ (৪’-৯” বা তদুর্দ্ধ) | বালিকা | ১৮ |
| ১১. | ভারসাম্য দৌড় (৪’-৯” বা তদুর্দ্ধ) | বালিকা | ১৮ |
| ১২. | ১০০ মি. দৌড় (৪’-৯” বা তদুর্দ্ধ) | বালিকা | ১৮ |
| ১৩. | দীর্ঘ লম্ফ (৪’-০” হতে ৪’-৯” নিচে) | বালিকা | ১৬ |
| ১৪. | ভারসাম্য দৌড় (৪’-০” হতে ৪’-৯” নিচে) | বালিকা | ১৮ |
| ১৫. | ১০০ মি. দৌড় (৪’-০” হতে ৪’-৯” নিচে) | বালিকা | ১৮ |
| ১৬. | ৫০ মি. দৌড় (৪’-০” নিচে) | বালিকা | ১৮ |
| ১৭. | সুই সুতার দৌড় (৪’-০” নিচে) | বালিকা | ১৮ |
| ১৮. | বিস্কুট দৌড় (৪’-০” নিচে) | বালিকা | ১৮ |
| **সর্বমোট** | | | **১৬০** |
| **সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা -২০২২ (বালক)** | | | |
| ১৯. | আধুনিক গান (০৭-১০ বছর) | বালক | ১৪ |
| ২০. | দেশাত্ববোধক গান (০৭-১০ বছর) | বালক | ১০ |
| ২১. | আবৃত্তি (০৭-১০ বছর) | বালক | ১১ |
| ২২. | রবীন্দ্র সংগীত (১১-১৪ বছর) | বালক | ১০ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩. | নজরুল গীতি (১১-১৪ বছর) | বালক | ০৮ |
| ২৪. | আবৃত্তি (১১-১৪ বছর) | বালক | ১২ |
| ২৫. | রবীন্দ্র সংগীত (১৫-১৮ বছর) | বালক | ০৯ |
| ২৬. | নজরুল গীতি (১৫-১৮ বছর) | বালক | ০৮ |
| ২৭. | আবৃত্তি (১৫-১৮ বছর) | বালক | ১২ |
| ২৮. | উপস্থিত বক্তৃতা (১৫-১৮ বছর) | বালক | ০৯ |
| **সর্বমোট** | | | **১০৩** |
| **সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা -২০২২ (বালিকা)** | | | |
| ২৯. | আধুনিক গান (০৭-১০ বছর) | বালিকা | ১৩ |
| ৩০. | দেশাত্ববোধক গান (০৭-১০ বছর) | বালিকা | ১২ |
| ৩১. | একক নৃত্য (০৭-১০ বছর) | বালিকা | ১২ |
| ৩২. | দলীয় নৃত্য (০৭-১০ বছর) | বালিকা | ০৮ |
| ৩৩. | আবৃত্তি (০৭-১০ বছর) | বালিকা | ১২ |
| ৩৪. | রবীন্দ্র সংগীত (১১-১৪ বছর) | বালিকা | ১৪ |
| ৩৫. | নজরুল গীতি (১১-১৪ বছর) | বালিকা | ১৩ |
| ৩৬. | একক নৃত্য (১১-১৪ বছর) | বালিকা | ১৩ |
| ৩৭. | দলীয় নৃত্য (১১-১৪ বছর) | বালিকা | ১৩ |
| ৩৮. | আবৃত্তি (১১-১৪ বছর) | বালিকা | ১২ |
| ৩৯. | রবীন্দ্র সংগীত (১৫-১৮ বছর) | বালিকা | ১৪ |
| ৪০. | নজরুল গীতি (১৫-১৮ বছর) | বালিকা | ১৩ |
| ৪১. | একক নৃত্য (১৫-১৮ বছর) | বালিকা | ১৬ |
| ৪২. | দলীয় নৃত্য (১৫-১৮ বছর) | বালিকা | ১২ |
| ৪৩. | আবৃত্তি (১৫-১৮ বছর) | বালিকা | ১৫ |
| **সর্বমোট** | | | **১৯২** |
| **গ্রুপ প্রতিযোগিতা -২০২২ (বালক)** | | | |
| ৪৪. | (পিটি) | বালক | ১৬৫ |
| ৪৫. | (কুচকাওয়াজ) | বালক | ১৯৮ |
| ৪৬. | (ডিসপ্লে) | বালক | ১০৯ |
| ৪৭. | ক্রিকেট ম্যাচ | বালক | ১২২ |
| **সর্বমোট** | | | **৫৯৪** |
| **গ্রুপ প্রতিযোগিতা -২০২২ (বালিকা)** | | | |
| ৪৮. | (পিটি) | বালিকা | ২৯৯ |
| ৪৯. | (কুচকাওয়াজ) | বালিকা | ৩৪৪ |
| ৫০. | (ডিসপ্লে) | বালিকা | ৪৬৯ |
| ৫১. | ক্রিকেট ম্যাচ | বালিকা | ৭৫ |
| **সর্বমোট** | | | **১১৮৭** |

**ঢাকা বিভাগীয় বার্ষিক ক্রীড়া/সাংস্কৃতিক/গ্রুপ ও প্রতিবন্ধী প্রতিযোগিদের সংখ্যা-২০২২**

| **ক্র:ন:** | **আইটেম** | **ইভেন্ট সংখ্যা** | **প্রতিযোগির সংখ্যা** |
|---|---|---|---|
| ১ | বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা-২০২২ (বালক) | **০৯** | **২০০** |
| ২ | বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা-২০২২ (বালিকা) | **০৯** | **১৬০** |
| ৩ | সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা -২০২২ (বালক) | **১০** | **১০৩** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ | সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা -২০২২ (বালিকা) | **১৫** | **১৯২** |
| ৫ | গ্রুপ প্রতিযোগিতা -২০২২ (বালক) | **০৪** | **৬০৮** |
| ৬ | গ্রুপ প্রতিযোগিতা -২০২২ (বালিকা) | **০৪** | **১২০০** |
| **সর্বমোট (বালক/বালিকা)** | | | **২৪৬৩** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১. | চ্যাম্পিয়ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা | বালক | সরকারি শিশু পরিবার বালক, মিরপুর, ঢাকা | প্রথম= মো: আনাস |
| | | | | |
| ২. | চ্যাম্পিয়ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা | বালিকা | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), টাংগাইল | প্রথম= সাবরিনা |
| | | | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা),ফরিদপুর | দ্বিতীয় = লামিয়া আক্তার |
| ৩. | চ্যাম্পিয়ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা | বালক | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), টাংগাইল | প্রথম= ফজলুল হক কাওসার |
| | | | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), মনোহরদী, নরসিংদী | দ্বিতীয়= মোঃ রফিকুল ইসলাম |
| ৪. | শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ক্রীড়া | বালক | সরকারি শিশু পরিবার (বালক) গোপালগঞ্জ | চ্যাম্পিয়ান |
| ৫. | শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ক্রীড়া | বালিকা | শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র,টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ | চ্যাম্পিয়ান |
| ৬. | শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক | বালক | সরকারি শিশু পরিবার (বালক), টাংগাইল | চ্যাম্পিয়ান |
| ৭. | শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক | বালিকা | সরকারি শিশু পরিবার(বালিকা) কিশোরগঞ্জ | চ্যাম্পিয়ান |

## ২. বিভিন্ন দিবস পালনঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয় , সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস পালন করা হয় । বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা সমাজসেবা অধিদফতরের সাথে সংযুক্ত হয়ে এবং জেলা/উপজেলা ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় প্রশাসনের সহিত সমন্বয় করে দিবসসমূহ পালন করা হয় । দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে নির্দেশিত কর্মসূচি মোতাবেক দিবস সমূহ উদযাপন করা হয়েছে ।

২০২১-২২ অর্থ বছরে দিবস পালন করা হয় ।

| দিবস | তারিখ |
|---|---|
| সমাজসেবা দিবস | ২ জানুয়ারী ২০২২ |
| বাংলা ভাষা ইশারা দিবস | ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২২ |
| শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস | ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২২ |
| জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরস জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস | ১৭ মার্চ ২০২২ |
| জাতীয় সমাজকর্ম দিবস | ১৫ মার্চ |
| স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস | ২৬ মার্চ ২০২২ |
| অটিজম সচেতনতা দিবস | ২ এপ্রিল ২০২২ |
| জাতীয় শোক দিবস | ১৫ আগষ্ঠ ২০২১ |
| প্রবীন দিবস | ১ অক্টোবর ২০২১ |
| আন্তর্জাতিক সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস | ১৫ অক্টোবর ২০২১ |
| জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস | ৩ ডিসেম্বর ২০২১ |
| বিজয় দিবস | ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ |

## ৩. পুরুস্কার

১। সমাজসেবা দিবস ২০২২ পুরুস্কারঃ

| ক্রমিক নং | পুরস্কারের ক্যাটাগরী | নির্বাচিত কর্মকর্তার/ কর্মচারীর নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম | পদবী |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ |
| ০১ | সহকারী পরিচালক /সমমান/ অধ্যক্ষ /উপাধ্যক্ষ/ সহকারী মহাব্যবস্থাপক | সালমা বেগম | জেলা সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা | সহকারী পরিচালক |
| ০২ | প্রবেশন অফিসার | এস এম মাসুদ রানা | সি এম এম কোর্ট, ঢাকা। | প্রবেশন অফিসার |
| ০৩ | সমাজসেবা অফিসার / সমাজকল্যাণ সংগঠক হাসপাতাল | সামিয়া ইসমত সোহেলী | হলি ফ্যামেলী রেডক্রিসেন্ট হাসপাতাল | সমাজসেবা অফিসার |
| ০৪ | রির্সোস টিচার/সমমান | মোহাম্মদ ইব্রাহীম | সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, খিলক্ষেত, ঢাকা। | রিসোর্স শিক্ষক |
| ০৫ | বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার ( কার্যালয়/ প্রতিষ্ঠান/ কেন্দ্র) | সরকারী শিশু পরিবার(বালক) কিশোরগঞ্জ | সরকারী শিশু পরিবার(বালক) কিশোরগঞ্জ | - |
| ০৬ | কার্যালয় (উপজেলা) | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ | |
| ০৭ | কার্যালয় (সরকারী শিশু পরিবার) | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ফরিদপুর | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ফরিদপুর | |

২। শুদ্বাচার পুরুস্কারঃ

২০২১-২২ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরুস্কার **নির্বাচিত কর্মকর্তার/ কর্মচারীর তালিকা**

বিভাগঃ ঢাকা

| ক্রমিক নং | কার্যালয়ের ধরণ | নির্বাচিত কর্মকর্তার/ কর্মচারীর নাম | ক্যাটাগরি | গ্রেড | পদবী | কার্যালয়ের নাম |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | **উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়** | | **গ্রেড ৪-৯** | | | |
| | | জনাব কল্লোল সাহা, | | ৯ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মধুখালী, ফরিদপুর। |
| ২ | **থানা/ শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ** | | **গ্রেড৪-৯** | | | |
| | | শাহিনা আক্তার সুইটি | | ৯ম | সমাজসেবা কর্মকর্তা | শহর সমাজসেবা কার্যালয়-০৪, গেন্ডারিয়া, ঢাকা |
| ৩ | **হাসপাতাল** | | **গ্রেড৪-৯** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **সমাজসেবা কার্যালয়** | মাহমুদা খাতুন | | **৭ম** | সমাজসেবা অফিসার | হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়, মাতৃসদন ও শিশুস্বাস্থ্য কেন্দ্র আজিমপুর, ঢাকা। |
| **ক্রম** | **কার্যালয়ের ধরণ** | | **ক্যাটাগরি** | **গ্রেড** | **পদবী** | **কার্যালয়ের নাম** |
| **৪** | **সরকারি শিশু পরিবার** | | **গ্রেড৪-৯** | | | |
| | | জনাব ইফফাতারা মনিরা নাসরিন চৌধুরী | | **৯ম** | উপতত্ত্বাবধায়ক | সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ভানুয়া, গাজীপুর। |
| **৫** | **সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র** | | **গ্রেড১০-১৬** | | | |
| | | জনাব কাজী হাফিজুল ইসলাম | | **১০ তম** | সহকারী ব্যবস্থাপক | সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র, কাশিমপুর, গাজীপুর। |
| **৬** | | | **গ্রেড১৭-২০** | | | |
| | | জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান | | **১৮ তম** | হেড ওয়ার্ডার | সরকারী আশ্রয়কেন্দ্র, কাশিমপুর, গাজীপুর। |
| **৭** | **সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান** | | **গ্রেড১০-১৬** | | | |
| | | মোঃ শফিকুল ইসলাম | | **৮ম** | রিসোর্স শিক্ষক | সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, কিশোরগঞ্জ |
| **৮** | | | **গ্রেড ১৭-২০** | | | |
| | | জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম | | **২০ তম** | বাবুর্চি | সমান্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, নীলেরপাড়া, গাজীপুর। |
| **৯** | **শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র** | | **গ্রেড৪-৯** | **১** | | |
| | | জনাব কে.এম. ওবায়দুল্লাহ্ আল মাসুদ | | **৬ষ্ঠ** | তত্ত্বাবধায়ক | শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা), কোনাবাড়ী, গাজীপুর। |
| **১০** | | জনাব মোঃ কোরবান আলী | | **১৭ তম** | বাবুর্চি | শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), টঙ্গী, গাজীপুর। |
| **১১** | **প্রশিক্ষন ও পুর্নবাসন কেন্দ্র (দু:স্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসনকেন্দ্র ৩টি, প্রাকবৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৫টি)** | | **গ্রেড১০-১৬** | | | |
| | | জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ | | **১০ম** | ট্রেড শিক্ষক | দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর। |
| **১২** | | | **গ্রেড১৭-২০** | | | |
| | | আবেদূল মুন্সী | | **১৮তম** | নিরাপত্তা প্রহরী | শেখ রাসেল দু:স্থ শিশু প্রতিক্ষর ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ। |
| **১৩** | **প্রশিক্ষণ ও পুর্ববাসন কেন্দ্র( সোসিও ইকোনমিক সেন্টার-২টি সমাজিক প্রতিবন্ধীমেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র** | | **গ্রেড৪-৯** | **১** | | |
| | | জনাব সাইফুল ইসলাম | | **৬ষ্ঠ** | সহকারী পরিচালক | সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র, পূবাইল, গাজীপুর। |
| **১৪** | | | **গ্রেড১৭-২০** | | | |
| | | জনাব মোঃ সেলিম মিয়া | | | ওয়ার্ডার | সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র, পূবাইল, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **৬টি, দু:স্থ ও ভবঘুরে প্রশিক্ষন ও পুর্ববাসন কেন্দ্র ৬টি)।** | | | | | গাজীপুর। |
| **ক্রম** | **কার্যালয়ের ধরণ** | | **ক্যাটাগরি** | **গ্রেড** | **পদবী** | **কার্যালয়ের নাম** |
| **১৫** | **প্রশিক্ষন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র( ইআরসিপএইছ ও অন্যান্য** | | **গ্রেড১০-১৬** | | | |
| | | জনাব মোঃ ফারুক হোসেন | | **১৩ তম** | উৎপাদন যুক্ত প্রশিক্ষণ সহকারী | দুঃস্থদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র, দত্তপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর। |
| **১৬** | | | **গ্রেড ১৭-২০** | | | |
| | | জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম | | **২০তম** | অফিস সহায়ক | দুঃস্থদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র, দত্তপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর। |

# ডিজিটাইজেশন

## ১। ই-নথি

| বিভাগ | জেলা | ইউনিট সংখ্যা | ই-নথি | |
|---|---|---|---|---|
| | | | লাইভে সক্রিয় ইউনিট সংখ্যা | লাইভে আসেনি ইউনিট সংখ্যা |
| বিভাগ | বিভাগীয় কার্যালয় | ১ | ১ | ০ |
| ঢাকা | ঢাকা | ৫৬ | ১১ | ৪৫ |
| ঢাকা | ফরিদপুর | ২০ | ১৩ | ৭ |
| ঢাকা | নরসিংদী | ১২ | ৮ | ৪ |
| ঢাকা | মানিকগঞ্জ | ১৪ | ৯ | ৫ |
| ঢাকা | নারায়ণগঞ্জ | ১৪ | ৭ | ৭ |
| ঢাকা | টাঙ্গাইল | ১৯ | ১২ | ৭ |
| ঢাকা | কিশোরগঞ্জ | ২০ | ১৭ | ৩ |
| ঢাকা | রাজবাড়ী | ১১ | ৭ | ৪ |
| ঢাকা | মাদারীপুর | ১২ | ৬ | ৬ |
| ঢাকা | শরীয়তপুর | ১২ | ৯ | ৩ |
| ঢাকা | গোপালগঞ্জ | ১২ | ৮ | ৪ |
| ঢাকা | গাজীপুর | ১৮ | ৮ | ১০ |
| ঢাকা | মুন্সীগঞ্জ | ১২ | ৮ | ৪ |
| | **সর্বমোট** | **২৩৩** | **১২৪** | **১০৯** |

**এর ই-নথি কার্যক্রমের রিপোর্ট (০১জুলাই ২০২১ – ৩০জুন ২০২২)**

| বিভাগের নামঃ ঢাকা | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট নথি নিস্পত্তিকৃত | | | | | মোট পত্র জারী |
| বিভাগ/জেলার নাম | নথির সংখ্যা | ডাক সৃজিত নথি নিস্পত্তি | নোট নিস্পত্তি | পত্রজারিতে নিস্পন্ন নোট | মোট | |
| বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় ঢাকা | ১৬ | ১০২৬ | ৪৪ | ৪৮২ | ১৫৫২ | ৪৯১ |
| মানিকগঞ্জ | ২ | ০ | ০ | ৬১ | ৬১ | ৬১ |
| রাজবাড়ী | ৫ | ১৬ | ১৮ | ১৭৫ | ১৯৯ | ১৮৪ |
| ঢাকা | ২২ | ০ | ৫ | ৫৩ | ৫৮ | ৭৮ |
| ফরিদপুর | ৪ | ৫১৮ | ১২৭ | ৬৯৮ | ১৩৪৩ | ১৩৫৫ |
| নরসিংদি | ২১ | ১৪৩ | ২১৫ | ২৯৬ | ৬৫৪ | ৬৪৯ |
| গোপালগঞ্জ | ৫ | ২০০ | ৪১২ | ৪৬৬ | ১০৭৮ | ৯৩১ |
| নারায়নগঞ্জ | ২৯৬ | ১২ | ১২ | ১৬৫ | ১৮৯ | ১৮০ |
| মুন্সিগঞ্জ | ৩ | ১ | ৭৩ | ৯৮ | ১৭২ | ১৭২ |
| গাজীপুর | ১৪ | ১৯ | ৫ | ৭৫ | ৯৯ | ৮২ |
| কিশোরগঞ্জ | ১২ | ২ | ২৬ | ৩৩ | ৬১ | ৬৪ |
| মাদারীপুর | ০ | ১ | ৭ | ৩২ | ৮০ | ৬৪ |
| শরিয়তপুর | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| টাঙ্গাইল | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| **সর্বমোট** | ৪০০ | ১৯৩৮ | ৯৪৪ | ২৬৩৪ | ৫৫৪৬ | ৪৩১১ |

২। জাতীয় তথ্য বাতায়ন

| বিভাগ | জেলা | ইউনিট সংখ্যা | ওয়েব পোর্টাল | |
|---|---|---|---|---|
| | | | চালুকৃত ইউনিট সংখ্যা | এখনও চালু হয়নি ইউনিট সংখ্যা |
| বিভাগ | বিভাগীয় কার্যালয় | ১ | ১ | ০ |
| ঢাকা | ঢাকা | ৫৬ | ৫ | ৫১ |
| ঢাকা | ফরিদপুর | ২০ | ১৪ | ৬ |
| ঢাকা | নরসিংদী | ১২ | ৮ | ৪ |
| ঢাকা | মানিকগঞ্জ | ১৪ | ৯ | ৫ |
| ঢাকা | নারায়ণগঞ্জ | ১৪ | **৮** | **৬** |
| ঢাকা | টাঙ্গাইল | ১৯ | ১৫ | ৪ |
| ঢাকা | কিশোরগঞ্জ | ২০ | ১৭ | ৩ |
| ঢাকা | রাজবাড়ী | ১১ | ৭ | ৪ |
| ঢাকা | মাদারীপুর | ১২ | ৮ | ৪ |
| ঢাকা | শরীয়তপুর | ১২ | ৭ | ৫ |
| ঢাকা | গোপালগঞ্জ | ১২ | ৮ | ৪ |
| ঢাকা | গাজীপুর | ১৮ | ১০ | ৮ |
| ঢাকা | মুন্সীগঞ্জ | ১২ | ৮ | ৪ |
| | **সর্বমোট** | **২৩৩** | **১২৫** | **১০৮** |

৩। সামাজিক নিরাপত্ত কর্মসূচি ( এমআইএস)

সফটওয়্যার : https://mis.bhata.gov.bd/

২০২১-২২ অর্থ বছরে ঢাকা বিভাগের সকল ভাতার এমআইএস(MIS) প্রতিবেদন

কার্যক্রম: বয়স্ক ভাতা

| **বিভাগ** | **বরাদ্ধকৃত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা** | **ডাটা এন্টির সংখ্যা** | **ব্যাংক/মোবাইল হিসাব সংখ্যা** | **আগত পেরোল সংখ্যা** |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ১০৫৩৮৪৫ | ১০৬৩০৮২ | ১০৫২২৫৩ | ১০৫২৮৬১ |

কার্যক্রম: বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

| **বিভাগ** | **বরাদ্ধকৃত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা** | **ডাটা এন্টির সংখ্যা** | **ব্যাংক/মোবাইল হিসাব সংখ্যা** | **আগত পেরোল সংখ্যা** |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৩৪৬৯২৭ | ৩৫৯৩৬৭ | ৩৪৬৫৯৭ | ৩৪৬৮২৯ |

কার্যক্রম: প্রতিবন্ধী ভাতা

| **বিভাগ** | **বরাদ্ধকৃত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা** | **ডাটা এন্টির সংখ্যা** | **ব্যাংক/মোবাইল হিসাব সংখ্যা** | **আগত পেরোল সংখ্যা** |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৩৮৭৫২৫ | ৩৯১৫৭৬ | ৩৮৭৩০৭ | ৩৮৭২৬৯ |

কার্যক্রম: হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা

| **বিভাগ** | **বরাদ্ধকৃত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা** | **ডাটা এন্টির সংখ্যা** | **ব্যাংক/মোবাইল হিসাব সংখ্যা** | **আগত পেরোল সংখ্যা** |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৫২০ | ১৩৬ | ১২৬ | ১১৯ |

কার্যক্রম: অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা

| বিভাগ | বরাদ্ধকৃত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা | ডাটা এন্টির সংখ্যা | ব্যাংক/মোবাইল হিসাব সংখ্যা | আগত পেরোল সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৮২৭৩ | ১৩৩১ | ১৩০৬ | ১২৯৭ |

কার্যক্রম: বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা

| বিভাগ | বরাদ্ধকৃত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা | ডাটা এন্টির সংখ্যা | ব্যাংক/মোবাইল হিসাব সংখ্যা | আগত পেরোল সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ১৭১২ | ৫৫১ | ৫৩৭ | ৫৩৭ |

কার্যক্রম: হিজড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি

| বিভাগ | বরাদ্ধকৃত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা | ডাটা এন্টির সংখ্যা | ব্যাংক/মোবাইল হিসাব সংখ্যা | আগত পেরোল সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৮১ | ৩৬ | ৩৫ | ৩৫ |

কার্যক্রম: অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি

| বিভাগ | বরাদ্ধকৃত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা | ডাটা এন্টির সংখ্যা | ব্যাংক/মোবাইল হিসাব সংখ্যা | আগত পেরোল সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৪১৮১ | ৪৪৬৬ | ৪১৩৯ | ৪১৩১ |

কার্যক্রম: প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ১৫০৫৬ | ১৫৩২৯ | ১৪৫৯২ | ১৪৫৪১ |

কার্যক্রম: বেদে জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তি

| বিভাগ | বরাদ্ধকৃত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা | ডাটা এন্টির সংখ্যা | ব্যাংক/মোবাইল হিসাব সংখ্যা | আগত পেরোল সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ১১৬৫ | ১২৩৪ | ১০৯২ | ১০৯৩ |

## ৪। প্রতিবন্ধীতা তথ্য সিস্টেম

সফটওয়্যার : https://www.dis.gov.bd/

২০২১-২২ অর্থ বছরে ঢাকা বিভাগের প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরন জরিপ কর্মসূচির প্রতিবন্ধীতা ধরন অনুযায়ী তথ্য

| জেলা | অটিজম | শারীরিক প্রতিবন্ধিতা | দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা | দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা | বাক প্রতিবন্ধিতা | বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা | শ্রবন প্রতিবন্ধিতা | শ্রবনদৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা | সেরিব্রাল পালসি | ডাউন সিনড্রম | বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা | অন্যান্য | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বমোট | ১৬২১১ | ১৮৪৩৩৪ | ১৩৫৪০ | ৫৫৭৩৫ | ২৬৬০০ | ৩০৬৫৬ | ১৫২০৮ | ২০৯৬ | ১৫৬৯৫ | ৫৬৫৬ | ৪৯৯৫৫ | ২৩৯৯ | ৪১০৪৭৪ |

## ৫। ক্যান্সার,কিডনি লিভার সিরোসিস.........অনলাইনে আবেদন

সফটওয়্যার : http://www.welfaregrant.gov.bd/

## ৬। মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

সফটওয়্যার : http://hrmdss.gov.bd

সফটওয়্যার বিষয় ২২-২৪ জুন ২০২২ ঢাকা বিভাগের সকল জেলার অধীনস্থ কার্যালয় ২২৫ জন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় ।

## ৭। বাজেট বাস্তবায়ন এপ্লিকেশন

সফটওয়্যার : https://fmsdss.gov.bd

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন ২৩৩ কার্যালয় ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাজেট চাহিদা প্রস্তাব,সংশোধিত চাহিদা প্রস্তাব ও অর্থ বছর শেষে সারেন্ডার রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে ।

# বিবিধঃ

১। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্বার কর্নার

| বিভাগ | জেলা | বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযোদ্বার কর্নার সংখ্যা | বঙ্গাবন্ধু ও মুক্তিযোদ্বার কর্নার পুস্তকের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ঢাকা | বিভাগীয় কার্যালয় | ১ | ৮৬ |
| ঢাকা | ঢাকা | ৫৬ | ২৭৬৩ |
| ঢাকা | ফরিদপুর | ২০ | ৪১৫ |
| ঢাকা | নরসিংদী | ১২ | ১৩৭ |
| ঢাকা | মানিকগঞ্জ | ১৪ | ৩০০ |
| ঢাকা | নারায়ণগঞ্জ | ১৪ | ১০০ |
| ঢাকা | টাঙ্গাইল | ১৯ | ২০০ |
| ঢাকা | কিশোরগঞ্জ | ২০ | ২১৫ |
| ঢাকা | রাজবাড়ী | ১১ | ৩০৫ |
| ঢাকা | মাদারীপুর | ১২ | ০ |
| ঢাকা | শরীয়তপুর | ১২ | ১৩০০ |
| ঢাকা | গোপালগঞ্জ | ১২ | ৭১০ |
| ঢাকা | গাজীপুর | ১৮ | ১১০৮ |
| ঢাকা | মুন্সিগঞ্জ | ১২ | ৪৪৫ |
| | | **২৩৩** | **৮০৮৪** |

২। কোভিড-১৯ টিকা প্রদান সংক্রান্ত

১। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

| বিভাগ | ১২ বৎসর বয়স উর্ধ্বে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | ১২ বৎসর বয়স উর্ধ্বে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | ১ম ডোজ টিকা প্রদান সম্পন্ন প্রতিবন্ধির সংখ্যা(ক্রমপঞ্জিত) | ২য় ডোজ টিকা প্রদান সম্পন্ন প্রতিবন্ধির সংখ্যা(ক্রমপঞ্জিত) | ১ম ডোজ টিকা প্রদান সম্পন্ন শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রতিবন্ধির সংখ্যা(ক্রমপঞ্জিত) | ২য় ডোজ টিকা প্রদান সম্পন্ন শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রতিবন্ধির সংখ্যা(ক্রমপঞ্জিত) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | **৩৪০১৬৬** | **৭২৯৩** | **১৩৮১৫৬** | **৮২১৯৬** | **৪৯১৬** | **২৯৪০** |

২। প্রতিষ্ঠানের নিবাসী

| বিভাগ | বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা | ১২ বৎসর বয়স উর্ধ্বে নিবাসীর সংখ্যা | ১ম ডোজ টিকা প্রদান সম্পন্ন নিবাসীর সংখ্যা | ২য় ডোজ টিকা প্রদান সম্পন্ন নিবাসীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | **৪৫৫৮** | **৩০০৩** | **২১৬১** | **৪৪১** |